শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ ও পরিশিষ্ট

Shri KESHAVJI GAUDIYA MATH
Mathura (U.P)

প্রণেতা—
শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুর

সম্পাদক—
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

[শ্রীভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ ও পরিশিষ্ট]

Shri KESHABJI GOUDIYA
Mathura (U.P.)

প্রণেতা—

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুর

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[ভিক্ষা—০·৭৫ পঃ

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

আদি সংস্করণ
শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, শ্রীগৌরাব্দ ৪৮২
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ ; ইং ১৪।৩।১৯৬৮

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থ-তালিকা

১। জৈবধর্ম্ম (১ম ও ২য় খণ্ড)—৫.০০ টাকা
২। প্রেম-প্রদীপ (পারমার্থিক উপন্যাস)—১.৭৫ পঃ
৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী —১.৭৫ পঃ
৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—১.৫০ পঃ
৫। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড)—২.৭৫ পঃ
৬। শ্রীদামোদরাষ্টকম্ (বঙ্গানুবাদ-সহ)—.৬০ পঃ
৭। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—২.৫০ পঃ
৮। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (মাসিক)—বার্ষিক ৫.০০ টাঃ
৯। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী মাসিক)-বার্ষিক ৫.০০ টাঃ
১০। জৈবধর্ম্ম (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) (হিন্দি) —১০.০০ টাঃ
১১। শরণাগতি—.৬০ পঃ
১২। **Sri Caitanya Mahaprabhu**—.75/
১৩। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—ভিক্ষা ১.২৫ পঃ
১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১.০০ টাঃ
১৫। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—.৭৫ পঃ
১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ডঃ)—১.২৫ পঃ
১৭। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—.৩৭ পঃ

মুদ্রাকর—শ্রীরামপ্রসাদ রায়
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর—(দ্বাদশ তরঙ্গ)

[শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ]

জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি গৌরচন্দ্র। জয় বসু-জাহ্নবার জীবন নিত্যানন্দ॥
জয় শ্রীসীতানাথ শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর। জয় জয় শ্রীবাস, পণ্ডিত গদাধর॥
জয় জয় দাস-গদাধর, নরহরি। জয় বক্রেশ্বর, জয় শ্রীগুপ্ত-মুরারি॥
জয় জগদীশ, শ্রীস্বরূপ-দামোদর। জয় হরিদাস, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি প্রেমময়। জয় বাসুদেব ঘোষ, মুকুন্দ, সঞ্জয়॥
জয় রায়-রামানন্দ সর্ব্বগুণে আর্য্য। জয় বাসুদেব-সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য॥
জয় জগন্নাথ মিশ্র, বিদ্যাবাচস্পতি। জয় শ্রীবিজয়, বনমালী বিজ্ঞ অতি॥
জয় কাশীমিশ্র, শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ। জয় শ্রীমুকুন্দ রঘুনন্দনের তাত॥
জয় গদাধর শ্রীপণ্ডিত, ধনঞ্জয়। জয় জয় শ্রীবংশীবদন দয়াময়॥
জয় সনাতন-রূপ রসিকশেখর। জয় শ্রীগোপালভট্ট গুণের সাগর॥
জয় শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ দীনবন্ধু। জয় রঘুনাথ, রঘুনাথ কৃপাসিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীরাঘব প্রিয় শ্রীপ্রভুর। জয় জয় শ্রীহৃদয়চৈতন্য-ঠাকুর॥
জয় জয় শ্রীজীব, শ্রীদাস-বৃন্দাবন। জয় কৃষ্ণদাস, শ্রীগোপাল, নারায়ণ॥
জয় জয় প্রভুগণ-প্রিয় শ্রীনিবাস। জয় প্রভু প্রেমময় নরোত্তমদাস॥
জয় জয় প্রভু প্রেমদাতা রামচন্দ্র। জয় সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রাণ শ্যামানন্দ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী খড়দহ গেলে। কহিয়ে কিজানি যৈছে ব্যাকুল সকলে॥

যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস-আচার্য্য ঠাকুর। এসব সংবাদ পাঠাইলা বিষ্ণুপুর॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ আদি শিষ্যগণে। শাস্ত্রানুশীলন হেতু থুইলা যাজিগ্রামে॥
সকলের প্রতি কহে সুমধুর কথা। নবদ্বীপ হইতে আসিব শীঘ্র এথা॥
নৃপতি হাম্বীর বনবিষ্ণুপুর হৈতে। আসিব এথায় শীঘ্র লিখিনু পত্রীতে॥
শ্রীআচার্য্য ঐছে কত কহি' শিষ্যগণে। যাজিগ্রাম হৈতে যাত্রা কৈল শুভক্ষণে॥
শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন আগে গেলা। নবদ্বীপ-গমন-প্রসঙ্গ জানাইলা॥
তেঁহ স্নেহে শ্রীনিবাসে লইয়া বিরলে। নাজানি কিকহি সিক্ত হৈল নেত্রজলে॥
বিদায় করিতে অতি অধৈর্য্য হিয়ায়। শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইল বিদায়॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। নবদ্বীপে চলে মহাপ্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
নবদ্বীপ সন্নিধানে করিয়া গমন। নবদ্বীপ-পানে চাহে সজলনয়ন॥
বহুনেত্র বাঞ্ছে নবদ্বীপ নিরখিতে। আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ না পারে ধরিতে॥
নবদ্বীপ-ভূমে প্রণময়ে বার বার। নিবারিতে নারে, নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
নবদ্বীপে গঙ্গা-শোভা করিয়া দর্শন। করয়ে ভারতবর্ষ-সৌভাগ্য বর্ণন॥
গঙ্গা-আদি মহানদী ভারতবর্ষেতে। ভারতবর্ষেও প্রশংসয়ে ভাগবতে॥
ভারতবর্ষ-ভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয়। বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নিরূপয়॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরণে,—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥
নাগদ্বীপস্তথা সোম্যো গান্ধর্ব্বস্তথ বারণঃ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্বৃতঃ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥

[তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—এই ভারতবর্ষের নয়টী দ্বীপের কথা শ্রবণ কর। যথা ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সোম্য, গান্ধর্ব্ব, বরণ ও তাহাদের মধ্যে সাগরপ্রান্তবর্ত্তী এই দ্বীপটী নবম বা নবদ্বীপ। ইহার পরিমাণ উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সহস্র যোজন।]

"সাগর-সম্ভূত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী" ইতি শ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যা।
নবমস্যাস্য পৃথঙ্‌নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে॥

['সাগরসম্ভূত' শব্দে সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী—ইহাই শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা। এই নবম দ্বীপের নাম ভিন্ন করিয়া উল্লেখ না করায় এই দ্বীপের নামও নবদ্বীপ—ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে।]

ইথে যে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণে প্রচার। সর্ব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্যমহিমা॥

[তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—রসিক বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন বলেন, অপর কতিপয় সুধী যাহাকে গোলোক বলেন, অন্য সজ্জনগণ যাহাকে শ্বেতদ্বীপনামে অভিহিত করেন এবং অন্যান্য সাধুগণ যাহাকে পরম পরব্যোম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই জগতে পরমাশ্চর্য্য-মহিমাযুক্ত নবদ্বীপ।]

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যা'তে
শ্রবণ-কীর্ত্তন-আদি নববিধা ভক্তি। দেখহ শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদবাক্যং—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভাগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

[শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য,

ও আত্মনিবেদন,—এই নবলক্ষণসম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য্য।]

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে। নহিল সে নামের ব্যত্যয় কুনমতে॥
যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়। তথাপি সে সব নাম অনুভব হয়॥
ব্রজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণ-লীলানুসারেতে॥
কথোকাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল। কথো গ্রাম নাম লোকে অস্ত ব্যস্ত কৈল॥
তৈছে নবদ্বীপ-অন্তর্ভূত যত গ্রাম। প্রভুভক্ত-লীলা-মতে ব্যক্ত হৈল নাম॥
কথো অস্ত ব্যস্ত কথো লুপ্ত সেই মতে। কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে॥
দ্বীপ-নাম শ্রবণে সকল দুঃখক্ষয়। গঙ্গা-পূর্ব্ব-পশ্চিম-তীরেতে দ্বীপ নয়॥

নয়টী দ্বীপ কি কি ?

পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়। গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর। রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥
এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়। প্রভুপ্রিয় শিবশক্ত্যাদি শোভে সদায়॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে॥
শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতং।
অন্তর্মধ্যাদি-নবধা-দ্বীপদিব্যন্মনোহরম্॥
তৎ পঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শং।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্॥

[তথাহি প্রাচীনগণের উক্তি—মহর্ষিগণ শ্রীনবদ্বীপধামকে ধ্যেয় বস্তু বলিয়াছেন। এই ধাম জাহ্নবীতটে শোভমান নিত্য বৃন্দাবন। ইহা পঞ্চ-শিবাধিষ্ঠিত, শক্তিগণ-বিরাজিত, ভক্তিভূষিত এবং অন্তর্মধ্যাদি নয়টী দ্বীপে

সমুজ্জ্বল ও মনোহর। ইহার পরিমাণ কেহ পঞ্চযোজন ও কেহ বা ষোল ক্রোশ বলিয়া থাকেন। এই ধামের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর। তথায় শ্রীভগবদ-গৃহ অর্থাৎ জগন্নাথালয় অবস্থিত আছে।]

শোভাময় সুন্দর বসতি নদীয়ার। নবদ্বীপে লোক যত সংখ্যা নাই তার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

মধুপুরীপ্রায় যেন নবদ্বীপপুরী। এক জাতি লক্ষলক্ষ কহিতে না পারি ॥
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইয়াছে তথা ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে—

নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরম-বৈষ্ণবে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ ॥
মহান্ত কর্ম্মনিপুণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্‌শূদ্রবণিগ্‌জনাঃ ॥
স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবরুচঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠভবনোপমে ॥

[নবদ্বীপ নামে খ্যাত পরমবৈষ্ণব-ক্ষেত্রে সজ্জন, শান্ত, সৎকুলোদ্ভব, উদার, কর্ম্মদক্ষ ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন। তথায় বহু চিকিৎসক, শূদ্র ও বণিক বাস করে। সকলেই শুদ্ধ স্বধর্ম্মনিরত এবং বিদ্যার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। সেই বৈকুণ্ঠভবনতুল্য নবদ্বীপে সকলেই দেবের ন্যায় রূপবান্।]

তথাহি গীতে—

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম।
অদ্ভুত বসতি বসত চতুরাশ্রম,
যঁহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম ॥ ধ্রু ॥
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি, আদি প্রতি
মন্দিরে নিরত ফিরত জনু দাস।

ধর্ম্ম-অর্থ অরু, কাম-মোক্ষগণে,
গণতন কোউ করত উপহাস ॥৬৪॥
প্রবল প্রতাপ তাপত্রয় ভঞ্জন,
নবধা ভক্তি দীপ্ত অনিবার।
নির্ম্মল প্রেমপূর্ণ অহর্নিশি,
যঁহি থিরচর সতত রহত মাতোয়ার ॥
বিবিধ ভাঁতি গৃহ, লসত স্বচ্ছপুরী,
বেষ্টিত সুরধুনী ধবল সুপানি।
জনু নব কুন্দকুসুম মুকুতাস্রজ,
জনু শশিখণ্ড উদয় অনুমানি ॥
শোভা নব নব বৃন্দাবন সম,
ষড়্ঋতু-সেবিত সরস দিগন্ত।
মঞ্জু মহা-মহিমা মহি-বিস্তৃত,
গায়ত ফণিপ না পায়ত অন্ত ॥
সুরসহ সুরবর হর চতুরানন,
ধ্যান ধরত উর হরষ অপার।
ভন ঘনশ্যাম সো, পহুঁ পরিকর সঞ্জে,
নিরখব কব উহ ভূমি মাঝার ॥

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নানা মতে বর্ণে কবি শোভা নদীয়ার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতাম্ ॥

[যে-স্থানে প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় কান্তিধারী মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বল-মাধুর্য্যময়-

দেহ শ্রীচৈতন্যদেব করুণাবশতঃ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতেও মধুর সেই নবদ্বীপধামে—যে-স্থানে প্রতিগৃহ ভক্ত্যুৎসবময়, তাহাতে আমার চিত্ত অনুরক্ত হউক।]

যদ্যপি এ ধাম ব্যক্তাচ্ছন্ন হয় কভু। যৈছে কলিযুগেতে ছন্নাবতার প্রভু॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥

[হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে বিনাশ কর; হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নাম-কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে,—এইজন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেন না, ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।]

পূর্ব্ব পূর্ব্বাবতারে যে-ধামে যে-যে লীলা। গুপ্তে নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবদ্বীপধামে যে বিহার। সেরূপ বিহরে সদা শচীর কুমার॥
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ-লীলা। যা'রে জানাইলা প্রভু সেই সে জানিলা
একদিন যে লীলা করেন নদীয়ায়। সহস্রবদনে তার অন্ত নাহি পায়॥
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে। সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে॥
নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহো কয়। অচিন্ত্যধামের শক্তি সব সত্য হয়॥
নবদ্বীপধাম পদ্ম-পুষ্প-প্রায় রীত। ক্ষণেকে সঙ্কোচ, ক্ষণে হয় বিস্তারিত॥
প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে। সে আইসে শীঘ্র তা'রে দূর নাহি স্ফুরে
আমায়* অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে। অল্পস্থান বিস্তার তা' কেহো নাইজানে
সর্ব্বপ্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়। অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয়॥

---

* অমায়—পরিমিত হয়।

শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর। তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥
মায়াপুর-শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়। মায়াপুর-মহিমা কেবা বা নাহি গায় ॥
যে দেখে বারেক তা'র তাপ যায় দূর। হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া ॥ প্রবশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য্য হইয়া ॥
যে পথে চলয়ে সেই পথে কিছু দূরে। আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে ॥
তাঁ'রে প্রণমিয়া অতি সুমধুর ভাষে। শ্রীঈশান ঠাকুরের সম্বাদ জিজ্ঞাসে ॥
বিপ্র কহে, এই দেখি আইলু ঈশানে। কি বলিব, কেবা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে ॥
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা তেঁহো সর্ব্বত্র বিদিত। শ্রীশচীদেবীরে যে সেবিলা যথোচিত ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দ্দশ লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল। কহিতে কিজানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল

তথাহি বৈষ্ণব-বন্দনায়াং—

"বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি'। শচীঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি* ॥"
ওহে বাপু কহিতে কিজানি ক্রিয়াতা'ন। নিমাইচান্দের অতি প্রিয় সে ঈশান ॥
ঈশানের প্রাণ শচী-নন্দন নিমাই। ঈশান-বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই ॥
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়। যে আখুটী† করে তা' ঈশান সমাধয় ॥
দেখিলাম যে তাহা না আইসে কহিতে। নিরন্তর দগ্ধে হিয়া সে সব ভাবিতে ॥
নদীয়ায় সুখের অবধি কে না জানে। হেন নবদ্বীপ শূন্য হৈল দিনে দিনে ॥
যে দিকে দেখিয়ে সেই দিক্ অন্ধকার। স্বপ্ন-অগোচর সুখ কহিতে কি আর ॥
তো সবে দেখিতে হয় উল্লাস অন্তর। তোমরা কি নিমাইচাঁদের পরিকর ??
দেহ' পরিচয় বাপ, দেহ' পরিচয়। শুনি শ্রীনিবাস বিপ্র আগে নিবেদয় ॥

---

* বড়ি—অতিশয়। † আখুটী—উপদ্রব।

শ্রীনিবাসদাস নাম হয় ত' আমার। নরোত্তম, রামচন্দ্র নাম এ দোঁহার ॥
শুনি' বিপ্ররাজ দুই বাহু পসারিয়া। কৈল আলিঙ্গন নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥
ক্রোড়হৈতে শ্রীনিবাসে ছাড়িতে নাপারে। চাহি মুখপানে পুনঃকহে বারেবারে ॥
"ওহে বাপ, তোমাদের প্রসঙ্গ শুনিল। দেখি মনে সাধ, অকস্মাৎ দেখা হৈল ॥
অদ্য গিয়াছিনু ঈশানেরে দেখিবারে। তোমরা আসিবা তাহা কহিল আমারে ॥
ঈশান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে। চাহিয়া আছেন তোমাদের পথপানে ॥
যাহ তথা আমিহ আসিব শীঘ্রকরি।" এত কহি' বিপ্র গৃহে গেলা ধীরি ধীরি ॥
শ্রীনিবাস বৃদ্ধবিপ্র-পদে প্রণমিয়া। প্রভুর আলয়ে গেলা ব্যাকুল হইয়া ॥
প্রভুর অঙ্গন-ধূলে হইলা ধূসর। নয়নের জলে সিক্ত সর্ব্ব কলেবর ॥
চতুর্দ্দিকে চাহে ধৈর্য্য নারে ধরিবার। দেখেন ঈশানে সূর্য্যসম তেজ তাঁর ॥
বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে। কি অদ্ভুত চেষ্টা, অশ্রু-মুদ্রিত নয়নে ॥
নয়নের জলে মুখ, বক্ষ ভাসি' যায়। ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস সে অগ্নির শিখাপ্রায় ॥
ক্ষণে বিশ্বম্ভর বলি' লোটায় ভূমিতে। ক্ষণে কহে, থুইলা প্রভু কি সুখ খাইতে ॥
এত কহি' কাতরে চাহয়ে চারিপাশে। দেখয়ে সম্মুখে প্রেমময় শ্রীনিবাসে ॥
"আইস বাপ বলি" দুই বাহু পসারিয়া। হইলেন হর্ষ শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া ॥
নরোত্তম রামচন্দ্রে করি' আলিঙ্গন। যে অদ্ভুত স্নেহাবেশ না হয় বর্ণন ॥
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্র তিনে। নিবারিতে নারে অশ্রু প্রণমি ঈশানে ॥
শ্রীঈশানঠাকুর যত্নেতে প্রবোধিয়া। জিজ্ঞাসয়ে কুশল নিকটে বসাইয়া ॥
শ্রীনিবাস সকল সংবাদ নিবেদিয়া। নিজ অভিলাষ কহে সঙ্কুচিত হৈয়া ॥
"শ্রীরাঘব-সঙ্গে ব্রজে ভ্রমণ করিতে। মনে হৈল নদীয়া ভ্রমিব এই মতে ॥"
শুনি' শ্রীঈশান কহে, "মনে কৈল যাহা। শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ করিবেন তাহা ॥
এই নবদ্বীপ ধাম অতিশয় গূঢ়। যারে কৃপা জানে সে, না জানে তত্ত্ব মূঢ় ॥
নবদ্বীপ লীলা-স্থান অতি মনোহর। আনের কা কথা, ব্রহ্মাদির অগোচর ॥
দেখিনু যে নিনু প্রাচীনলোক-স্থানে। এহেন দুঃখেও তাহা আছে মোর মনে ॥

তোমারেজানাবোঅকস্মাৎহৈলচিতে। তেঞি নরোত্তম-দ্বারে কহিনু আসিতে॥
ভালহৈল শীঘ্রআইলা কিআর করিতে। নদীয়া-ভ্রমণে কালি যাইব প্রভাতে॥"
ইহা শুনি' শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে। ক্রোড়ে লইয়া ঈশান ভাসয়ে নেত্রজলে॥
ঈশান কহয়ে, "বাপ তোমারে দেখিয়া জুড়াইল আমার দারুণ দগ্ধ হিয়া॥
হইলাম বৃদ্ধ, হীন হৈনু সামর্থ্যতে। এবে অকস্মাৎ হৈল সামর্থ্য দেহেতে॥"
ঐছে কত কহি শ্রীনিবাসে সেইক্ষণে। মিলাইলা যে আছেন প্রভু-প্রিয়গণে।
সে দিবস প্রভুর আলয়ে সর্ব্বজন। রহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন॥

নবদ্বীপ-পরিক্রমারম্ভ—অন্তর্দ্বীপ

রজনী প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয়। নদীয়া-ভ্রমণে চলে উল্লাস হৃদয়॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম, রামচন্দ্র। ঈশানের সঙ্গে চলে উথলে আনন্দ॥
প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে। মায়াপুর হৈতেযাত্রা কৈলা আতোপুরে॥
প্রথমেই আতোপুর স্থান নিরখিয়া। কহয়ে ঈশান শ্রীনিবাস-পানে চা'য়া॥
"ওহে শ্রীনিবাস এই আতোপুর স্থান। বহু কালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার। অন্তর্দ্বীপ নাম যৈছে কহি সে প্রকার॥
দ্বাপর যুগেতে কৃষ্ণ ব্রজে বিহরয়। তাঁর মায়াবশে কেবা মোহিত না হয়॥
আনের কা কথা, ব্রহ্মা মোহিত হইলা। সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরিলা॥
করিতে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ সেই ক্ষণে। সকল গোবৎস, সখা হইলা আপনে॥
কৃষ্ণের এলীলা ব্রহ্মা বুঝিতে নাপারে। পড়িয়া ফাঁফরে ব্রহ্মা স্থির হৈতে নারে॥
সাপরাধ হৈয়া কৃষ্ণে বহু স্তুতি কৈল। স্তুতিবশে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হৈল॥
তথাপি ব্রহ্মার নহে স্বচ্ছন্দ অন্তর। কৈলুঁ অপরাধ চিত্তে চিন্তে নিরন্তর॥
মনে মনে বিচারয়ে বসিয়া নির্জ্জনে। না দেখি উপায় চৈতন্যাবতার বিনে॥
কলির প্রথমে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অবতীর্ণ হইয়া করিবে কলি ধন্য॥
নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা। করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা॥
ঐছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই আতোপুরে। প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাস অন্তরে॥

ভকতবৎসল গৌরচন্দ্র দয়াময়। হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়॥
অঙ্গের ছটায় দশদিক্ আলো করে। কি ছার কনক কন্দর্পের দর্প হরে॥
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর। নানামণি ভূষণে ভূষিত কলেবর॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র অদ্ভুত চাহনি। কোটি কোটি চন্দ্র জিনি' মুখের লাবণি॥
সদা মন্দ মন্দ হাসি সুধা বৃষ্টি করে। কে আছে এমন সেভঙ্গিতে ধৈর্য্য ধরে॥
দেখি' প্রাণনাথে ব্রহ্মা হইলা বিহ্বল। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥
করি' বহু স্তুতি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে॥
দেখিয়া ব্রহ্মার চেষ্টা শচীর নন্দন। কহে সুমধুর বাক্য করি' আলিঙ্গন॥
"তুমি প্রিয় সদা, আমি প্রসন্ন তোমায়। এবে যেই ইচ্ছা বর মাগহ আমায়॥"
ব্রহ্মা কহে, "এই কলিযুগে নদীয়াতে। করিবে প্রকটলীলা স্বগণ সহিতে॥
সে-সময়ে প্রভু মোরে করি' অঙ্গীকার। জন্মাইবা নীচ কুলে এ ইচ্ছা আমার॥
ওহে প্রভো, মোর অভিমান অতিশয়। লোকে ঘৃণা করে যেন ঐছে দণ্ড হয়॥
ঘুচাইবা আমার দারুণ দুষ্টমতি। করাইবা তোমার শ্রীনামে গাঢ় রতি॥
পূর্ব্বে যৈছে মায়ায়মোহিতকৈলামোরে তাহা না করিবা প্রভু এই অবতারে॥
অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই। জীবনে মরণে যেন তোমারে ধিয়াই॥"
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভুর উল্লাস। প্রভু কহে, "পূর্ণ হবে সব অভিলাষ।"
পাইয়া প্রভুর বর উল্লাস অন্তরে। প্রণমিয়া ব্রহ্মা পুনঃ কহে ধীরে ধীরে॥
"স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর। কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার অন্তর॥
নানালীলা কৈলা পূর্ব্বপূর্ব্বঅবতারে। না জানি কি লীলা এই নদীয়ানগরে॥
জীব নিস্তারিবে প্রভু এ অল্প বিষয়। ইথে যে বিশেষ কিছু শুনি' সাধ হয়॥"
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি ব্রহ্মা-পানে। অন্তরের কথা কিছু কহয়ে তাহানে॥
"ভক্তভাব লৈয়া ভক্তি-রস আস্বাদিব। পরম দুর্ল্লভ সংকীর্ত্তন প্রকাশিব॥
নানাবতারের নানাভাবে ভক্ত যে তে। করা'ব ব্রজানুগত মধুর রসেতে॥"
ঐছে বাক্যে রাধাপ্রেম হৃদয়ে উথলে। বাঞ্ছাত্রয় কহিতেই ভাসে নেত্রজলে॥
অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারে জানাইল। প্রভুর যে বাঞ্ছাত্রয় বিজ্ঞে ব্যক্ত কৈল॥

তথা হি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—আদি ১।৬

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
স্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

[শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।]

পুনঃ প্রভু সংক্ষেপেই ব্রহ্মারে কহিলা। দেখিবা সাক্ষাতে মোর নবদ্বীপলীলা॥
কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্দ্ধান। এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ-নাম॥
প্রভুর কৃপাতে ব্রহ্মা হৈলা হর্ষ অতি। নবদ্বীপে প্রভুর প্রকট চিন্তে নিতি॥
এই অন্তর্দ্বীপ-ভূমে গৌরগণ-সনে। করে যে বিলাস তা বর্ণিবে কোন জনে॥
ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়। এ স্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধি হয়॥

শ্রীমায়াপুর হইতে সুবর্ণবিহারের দৃশ্য

সুবর্ণ-বিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস। কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস॥
ঐছে কত কহি' সঙ্গে লৈয়া তিনজনে। সিমুলিয়া গ্রামে প্রবেশিলা কতক্ষণে॥

সীমন্তদ্বীপ—সিমুলিয়া

ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস-প্রতি কয়। "দেখ, এই সিমুলিয়া-গ্রাম শোভাময়॥
পূর্ব্বে এ সীমন্ত দ্বীপ বিখ্যাত জগতে। সীমন্তদ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে॥
একদিন কৈলাস পর্ব্বতে মহেশ্বর॥ ভক্তনামামৃত পানে অধৈর্য্য অন্তর॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত নদীয়ায়। হৈস সব নাম ব্যক্ত করি' উচ্চরায়॥
গায় প্রভু ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে। সর্ব্বাঙ্গে পুলক হিয়া উথলয়ে সুখে॥
পরম অদ্ভুত নৃত্য করে দিগম্বর। পদভরে কম্পয়ে কৈলাস গিরিবর॥
বায় নিজ যন্ত্রধ্বনি ভেদয়ে গগন। মহামত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার-গর্জ্জন॥

প্রভু শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া পার্ব্বতী। হইলা বিহ্বল কিছু নাহি বুদ্ধি গতি ॥
নৃত্যাবেশেস্থিরহইলাদেবত্রিলোচন। ঝরয়ে আনন্দ-অশ্রু নহে নিবারণ ॥
রজত পর্ব্বতপ্রায় বসি' চর্ম্মাসনে। প্রশংসয়ে কলির সৌভাগ্য শ্রীবদনে ॥
প্রভু মহেশ্বরের কি অদ্ভুত চরিত। মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে চারিভিত ॥
দেখি' পার্ব্বতীর চেষ্টা প্রসন্ন অন্তরে। স্থির করি' পার্শ্বে বসাইলা পার্ব্বতীরে ॥
পার্ব্বতী পরমানন্দে কহে, "ওহেপ্রভু। অদ্য যে করিলা কৃপা ঐছে নহে কভু ॥
যে সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে। এ সকল নাম কভু না শুনি শ্রবণে ॥
কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বার বার। ইথে বুঝি কলিতে প্রকট এ সবার ॥"
শুনি পার্ব্বতীর কথা মনের উল্লাসে। কহেন পার্ব্বতী প্রতি সুমধুর ভাষে।
"এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে। হইব প্রকট শচীদেবীর গর্ব্ভেতে ॥
শ্রীরাধিকা-অঙ্গকান্তি করিব ধারণ। ত্রৈলোক্য বিজয়রূপ অতি রসায়ন ॥
সে রূপের উপমা নারিব কেহ দিতে। মাতিব জগৎরূপ বারেক চাহিতে ॥
সে অঙ্গ-শোভায় কন্দর্পের দর্পনাশ। নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস ॥
সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সঙ্গে। আস্বাদিব ব্রজের দুর্ল্লভ প্রেম রঙ্গে ॥
প্রকাশিব সঙ্কীর্ত্তন সুখের পাথার। নিজগুণে করিবেন জগৎ উদ্ধার ॥
এই অবতারে দুঃখী কেহ না রহিব। যা'র যেই মনোরথ সব সিদ্ধ হ'ব ॥
পূর্ব্বেপূর্ব্বে যে কেহ করিল কোন দোষ। তাহা ক্ষমাইয়া তার করিব সন্তোষ ॥
জানাইব ভক্তের মহিমা অতিশয়। কহিল তোমারে ঐছে নাই দয়াময় ॥"
এ সব শুনিয়া পার্ব্বতীর মনে যাহা। এক মুখে কেবা বর্ণিতে পারে তাহা ॥
নবদ্বীপে পার্ব্বতী আসিয়া এইখানে। আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানে ॥
দেবী আরাধয়ে জানি প্রসন্ন অন্তর। সাক্ষাৎ হইলা নবদ্বীপ-সুধাকর ॥
ভুবন-মোহন প্রতি অঙ্গের লাবণি। শ্রীমুখচন্দ্রেতে কোটি চন্দ্রমা নিছনি ॥
দীর্ঘ দুই নয়নে বা কেবা ধৈর্য্য ধরে। গণ্ডছটা কনক-দর্পণ দর্প হরে ॥
আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষ পরিসর। নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥

পরিধেয় বসনে মদন-মদ নাশে। গমন-ভঙ্গীতে কত আনন্দ প্রকাশে॥
দেখিয়া পার্ব্বতী ধৈর্য্য নারে ধরিবার। নিবারিতে নারে নেত্রে আনন্দাশ্রুধার॥
পার্ব্বতীর চেষ্টা দেখি' প্রভু বিশ্বম্ভর। আইল নিকটে অতি উল্লাস অন্তর॥
সুমধুর বাক্য পার্ব্বতীর প্রতি কয়। "কৈলা আরাধনা, স্থির নহিল হৃদয়॥
মোর আগে তুমি যে কহিবে মনঃকথা। তাহাই করিব আমি কহিল সর্ব্বথা॥"
ইহা শুনি' পার্ব্বতীর আনন্দাতিশয়। সর্ব্বাঙ্গে পুলক শোভা উপমা না হয়॥
দুই কর যুড়ি' কহে প্রভু বিশ্বম্ভরে। "করিবা এ কলি ধন্য প্রকট বিহারে॥
জগতের তাপত্রয় হেলায় হরিবা। সকল জীবের মহানন্দ বাড়াইবা॥
সর্ব্ব অন্তর্যামী প্রভু জানহ সকল। নিরন্তর মোর হিয়া হৈয়াছে বিকল॥
ভক্তস্থানে অপরাধ করিনু প্রচুর। শাপ দিনু চিত্রকেতু হৈল বৃত্রাসুর॥
তোমার ভক্তের গুণ কহনে না যায়। দোষ কৈলু, তবু স্তুতি করিল আমায়॥
যে সকল সহ বিলসিবা নদীয়াতে। এই করো, সে সবে প্রসন্ন হন যাতে॥
কহিতে না আইসে প্রভু, যে করে অন্তর দেখি যেন নদীয়া-বিহার নিরন্তর॥"
প্রভু কহে, "হবে পূর্ণ যে করিলা মনে। মোর যত কার্য্য তাহা নহে তোমাবিনে
এত কহি' প্রভু হইতেই অন্তর্দ্ধান। পার্ব্বতী পড়িয়া পদে করিল প্রণাম॥
প্রভুর চরণ-ধূলা সীমন্তে ধরিল। এহেতু সীমন্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হৈল॥
পার্ব্বতী ব্যাকুল হৈলা প্রভু-অদর্শনে॥ কবে হবে প্রকট-বিহার চিন্তে মনে॥
ওহে শ্রীনিবাস! এই সীমন্তদ্বীপ স্থান॥ যে দেখে বারেক তার সফল নয়ান॥
অনায়াসে ঘুচয়ে দারুণ ভব-ভয়। পরম দুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়॥
অদ্যাপিহ এথা দেবী পূজে সর্ব্বলোক। দেবীর কৃপায় না জানয়ে দুঃখ-শোক॥
এই সিমুলিয়া গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর। বিহরয়ে সঙ্গেতে অসংখ্য পরিকর॥
নগর-কীর্ত্তন কালে যে আনন্দ এথা। এক মুখে কহিব কি সে-সকল কথা॥
ভাগ্যবন্তগণ মহাশোভা নিরখিল। প্রেম-কোলাহল সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিল॥
এত কহি' সিমুলিয়া গ্রাম হৈতে চলে। প্রভু-লীলা সঙরি ভাসয়ে নেত্রজলে॥

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা)

কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের রচিত। গাদিগাছা গ্রামেতে হইল উপনীত ॥
ঈশান কহয়ে—এই গাদিগাছা গ্রাম। বিজ্ঞে কহে পূর্ব্বে এ গোদ্রুমদ্বীপ নাম ॥
গোদ্রুম-দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে শুনিনু যে পূর্ব্ব বিজ্ঞগণের মুখেতে ॥
একদিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল-হৃদয়। সুরভি গাভীর প্রতি ধীরে ধীরে কয় ॥
"প্রভুর মায়ায় স্থির হইতে নারিনু। অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া অপরাধ কৈনু ॥
যদ্যপি প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে। তথাপিহ চিত্ত স্থির নারি করিবারে ॥
নহিল উচিত দণ্ড, দণ্ড দিয়া প্রভু। নিজ সেবাযোগ্য কিকরিব মোরে কভু??"
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা সুরভি সন্তোষে। ইন্দ্রপ্রতি কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥
"জানিনু অন্তর কিছু চিন্তা না করিবে। এই অবতারে মনোরথ-সিদ্ধি হ'বে ॥
অবতীর্ণ হৈতে অল্প দিবস আছয়। এই কলিযুগের সৌভাগ্য অতিশয় ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গসুন্দর। বিহরিব নবদ্বীপে অতি গূঢ়তর ॥
যারে জানাইবে প্রভু সেইসে জানিবে। অখিল লোকের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিবে ॥"
এত কহি' ইন্দ্রসহ সুরভি এথায়। দেখে-নবদ্বীপ শোভা উল্লাস হিয়ায় ॥
আরাধিতে সুরভি শ্রীপ্রভুর চরণ। হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥
ভুবন-মোহন গৌর-মূর্ত্তি নিরখিয়া। মহানন্দে সুরভি ধরিতে নারে হিয়া ॥
মন্দ মন্দ হাসি' নবদ্বীপ সুধাকর। কহয়ে সুরভি-প্রতি—"বুঝিনু অন্তর ॥
দেখিবে প্রকট মোর নদীয়া বিহার। সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইবে তোমার ॥
দেখিবে প্রকট মোর নদীয়া-বিহার। সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইবে তোমার ॥"
এত কহিতেই ইন্দ্র আসি' হেন কালে। অতি দীনপ্রায় পড়ে প্রভু-পদতলে ॥
দেখিয়া ইন্দ্রের অতি কাতর অন্তর। অতি সুমধুর বাক্যে কহে বিশ্বম্ভর ॥
"কোনই সঙ্কোচ চিত্তে না করিহ আর। সর্ব্ব মনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য ইন্দ্র নিবেদয়। "তোমার মায়াতে কেবা মোহিত নাহয় ??
ব্রজবিহারেতে চিত্ত ভ্রমাইলা যৈছে। নবদ্বীপ-বিহারে বা করো প্রভু তৈছে ॥"

শুনি' মন্দ মন্দ হাসি' প্রভু গৌররায়। ইন্দ্রে যে করিল কৃপা কহনে না যায়॥
ইন্দ্রহস সুরভি অনেক স্তব কৈল। প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈতে ব্যাকুল হইল॥
শ্রীসুরভি গাভী ইন্দ্রদেবের সহিতে। কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে॥
ইন্দ্রসহ সুরভি পরমানন্দ-মনে। দেখি' নবদ্বীপ-শোভা কত উঠে মনে॥
কহিতে জানি কি চেষ্টা, ওহে শ্রীনিবাস। এইখানে হৈল মহাপ্রেমের প্রকাশ॥
এথা ছিল অশ্বত্থবৃক্ষ অতি উচ্চতর। অতি বিস্তারিত বৃক্ষ শোভা মনোহর॥
শ্রীসুরভি গাভী দ্রুমতলে বিলসয়॥ এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্ববিজ্ঞে কয়॥
এবে গাদিগাছা নাম, এ গ্রাম দর্শনে। উপজে নির্ম্মল ভক্তি প্রভুর চরণে॥
এ গ্রাম-বাসেতে পূর্ণ হয় অভিলাষ। এ গ্রাম-মহিমা কি কহিব শ্রীনিবাস॥
এ গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নেত্র ভরি' দেখে যত লোক নদীয়ার॥

মধ্যদ্বীপ (মাজিদা)

এত কহি' ঈশান ঠাকুর হর্ষ হৈয়া। দেখেশোভা মাজিদা গ্রামের প্রান্তেগিয়া
শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ মাজিদা গ্রাম। কহয়ে প্রাচীন পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম॥
প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে। মধ্যদ্বীপ নাম যৈছে কহিয়ে সংক্ষেপে॥
এথা সপ্তঋষি প্রভুগুণে মগ্ন হৈয়া নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া॥
কেহ কহে, দেখ নবদ্বীপ শোভাময়। প্রভুর বিলাস-স্থান সুখের আলয়॥
আছয়ে যতেক তীর্থ জগৎ-ভিতরে। সে সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া-নগরে॥
কেহ কহে, নবদ্বীপ-মহিমা অপার। প্রকটাপ্রকটে এথা অদ্ভুত বিহার॥
প্রকটে প্রভুরে সবে করয়ে দর্শন। অপ্রকটে দেখে মাত্র ভাগ্যবন্ত জন॥
কেহ কহে, এই কলি ধন্য করিবারে। হইব প্রকট জগন্নাথ মিশ্র-ঘরে॥
এই অবতারে গৌরবর্ণ নিরুপমা। জগৎ মাতিব দেখি' সর্ব্বাঙ্গ সুষমা॥
কেহ কেহ, কৃষ্ণের এ নদীয়া-বিহার। ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎকার॥
কেহ কহে, শচীর নন্দন স্বেচ্ছাময়॥ যবে যে করয়ে কার্য্য কহিল না হয়॥
কলিযুগে জীবেরে করিয়া যথাযত্ন। বিতরিব পরম দুর্লভ প্রেমরত্ন।

কেহ কহে, দয়ার সমুদ্র মহাপ্রভু। যে কৃপা করিব জীবে ঐছে নহে কভু ॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্বভক্ত সঙ্গে লইয়া। সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া ॥
কেহ কহে, ভক্তের জীবন গৌরহরি। করিয়া সন্ন্যাস হইবেন দেশান্তরী ॥
অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি' অভিলাষ। জগন্নাথ-প্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস ॥
ঐছে মহানন্দে কত কহি' পরস্পর। প্রভু-পাদপদ্ম চিন্তা করে নিরন্তর ॥
অতি অনুরাগে ঋষিগণ আরাধয়। ভকত-বৎসল প্রভু অধৈর্য্যাতিশয় ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন-কালেতে। হইলা সাক্ষাৎশোভা কে পারে বর্ণিতে ॥
ভুবন-মোহন ভঙ্গি করিতে দর্শন। হৈল অনিমিষ ঋষিগণের নয়ন ॥
ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার। ভূমে পড়ি' প্রভুরে প্রণমে বার বার ॥
করিল অনেক স্তুতি কহিল না হয়। করি' প্রদক্ষিণ পুনঃ প্রভুরে কহয় ॥
"ওহে প্রভু, বহু অভিলাষ মো-সবার। নেত্র ভরি' দেখি এই নদীয়া-বিহার ॥
নবদ্বীপ-ধ্যান যেন করিয়ে সদাই। নিরন্তর তোমার ভক্তের গুণ গাই ॥"
ঐছে কত প্রভু-আগে কহি' ঋষিগণ। প্রভুকে দেখিতে বাঞ্ছে সহস্রলোচন ॥
ঋষি-স্তুতিবশে প্রভু কহে ঋষিগণে। "হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে ॥
নবদ্বীপ-লীলা মোর অতি গোপ্য হয়। রাখিবে গোপনে ইথে মোর সুখোদয় ॥"
শুনি' ঋষিগণ কহে, "কি বলিব প্রভু! করতলে সূর্য্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু" ??
'ঐছে ঋষিগণ কত কহয়ে উল্লাসে। শুনি গৌরচন্দ্র প্রভু মনে মনে হাসে ॥
ঋষিগণে মনের আনন্দে কৃপা করি'। হইলেন অন্তর্দ্ধান প্রভু গৌরহরি ॥
প্রভু-অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ। এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন ॥
গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে। দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেই খানে ॥
যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিদ্ধ আছয়। সপ্তঋষি ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয় ॥
ওহে শ্রীনিবাস, মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ। অল্পে জানাইলু এথা হৈল মহারঙ্গ ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন-সময়। দেখা দিলা প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয় ॥
অন্য ঋষি এথা কথোদিন তপ কৈল। তেঁহো হর্ষে মধ্যদ্বীপ-নাম প্রচারিল ॥
এ স্থান দর্শনে হয় অমঙ্গল নাশ। মিলয়ে নির্ম্মল-ভক্তি এথা কৈলে বাস ॥

গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস এইখানে। মাতাইলা জীবেরে দুর্ল্লভ প্রেমদানে॥
ঐছে কত কহি' শ্রীঈশান হর্ষ অতি। বামন-পৌখেরা গ্রামে চলে মন্দগতি॥
চতুর্দ্দিকে চাহি' নেত্রে ঝরে অশ্রুজল। শ্রীনিবাস-প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল॥
দেখ রমণীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস। এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস॥
বামনপৌখেরা এই গ্রাম-নাম হয়। পূর্ব্বনাম ব্রাহ্মণ-পুষ্কর বিজ্ঞে কয়॥
ব্রাহ্মণ-পুষ্কর নাম যেরূপে হইল। তাহা কহি পূর্ব্ব বিজ্ঞমুখে যে শুনিল॥
এইখানে ছিল পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ। পরম-তপস্বী সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
শ্রীপুষ্কর-তীর্থে তাঁর অতিশয় ভক্তি। তথা যান এ ইচ্ছা, চলিতে নাহি শক্তি॥
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র কহে বার বার। "শ্রীপুষ্করতীর্থ-সেবা নহিল আমার॥
শ্রীপুষ্কর-স্থিতি দূর পশ্চিম দেশেতে। গোঙাইলু কাল বৃথা, নারিনু যাইতে॥
নহিল দর্শন, খেদ রহিল হিয়ায়। মোরে কি অনুগ্রহ করিব তীর্থরায়॥"
ঐছে কত কহি' শ্রীপুষ্কর-নাম লৈয়া। করয়ে ক্রন্দন বিপ্র বিরলে বসিয়া॥
দেখি' বিপ্রদশা শ্রীপুষ্কর তীর্থবর্য্য। দিলেন দর্শন ইথে হইলা অধৈর্য্য॥
অকস্মাৎ কুণ্ড এক এথা প্রকটিল। নির্ম্মল-সলিল-শোভা অধিক হইল॥
ব্রাহ্মণ-অগ্রেতে শীঘ্র করি' বারি-ব্যাজ। হইলা সাক্ষাৎ শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ॥
বিপ্রে কৃপা করি' কহে মধুর বচন। "না করিহ খেদ, কর কুণ্ড আবাহন॥"
শুনি' বিপ্র পরম আনন্দে কৈল স্নান। স্নানমাত্র বিপ্রের হইল দিব্যজ্ঞান॥
শ্রীপুষ্করতীর্থে বিপ্র করি' বহু স্তুতি। ভূমে পড়ি' করিলেন অশেষ প্রণতি॥
করযুগ যুড়ি' পুনঃ কহে বার বার। "মোর লাগি' দূর হৈতে গমন তোমার"॥
পুষ্কর কহেন, "দূর হৈতে না আসিয়ে। নবদ্বীপে রহি' সদা নদীয়া সেবিয়ে॥
অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপ-ধামে। নবদ্বীপ-মহিমা ব্রহ্মাদি নাহি জানে॥
প্রেমভক্তিময় নবদ্বীপ-ধাম নিত্য। নদীয়া-কৃপায় জানে নবদ্বীপ-তত্ত্ব॥
নবদ্বীপে সদা গৌরচন্দ্রের নিবাস। যেঁহো বৃন্দাবনে কৈল রাসাদি বিলাস॥
বৃন্দাবনে শ্যাম, গৌরবর্ণ নবদ্বীপে। নবদ্বীপে বিহার প্রভুর গোপ্যরূপে॥
কভু অপ্রকট, কভু প্রকট-বিহার। এই কলিযুগে হ'বে সুখের পাথার॥

প্রকটিব প্রভু এই কলির প্রথমে। বিলসিব সর্ব্বাবতারের ভক্তসনে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম জীবে বিতরিব। সংকীর্ত্তনে সকল জগৎ মাতাইব॥
উদ্ধারিব দীনহীন পাষণ্ডিগণেরে। নহিব বঞ্চিত কেহ এই অবতারে॥
করিবেন নবদ্বীপে অশেষ বিহার। দেখিবেন ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার॥"
এ সব শুনিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চরায়। কহে পুনঃ 'জন্ম কি হইবে নদীয়ায়"॥
দেখিব কি গৌরচন্দ্রের চারু লীলা" ? এত কহি' বিপ্র মহাব্যাকুল হইলা॥
বিপ্রে প্রবোধিয়া শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ। হইলেন অন্তর্দ্ধান করি কোন ব্যাজ॥
বিপ্র মহাকাতর পুষ্কর-অদর্শনে। হইল আকাশবাণী বিপ্রে সেই ক্ষণে॥
"নিরন্তর চিন্ত গৌরচন্দ্রের চরণ। হ'বে মনোরথ পূর্ণ স্থির কর মন"॥
শুনি' হেন বাক্য বিপ্র উল্লাস-অন্তরে। নিরন্তর চিন্তে নবদ্বীপ-সুধাকরে॥
করয়ে নর্ত্তন প্রভু-চরিত্র গাইয়া। অন্যান্যে বিস্ময় বিপ্র-চেষ্টা নিরখিয়া॥
কহিতে কি জানি যে শুনিনু তাঁর রীত। পুষ্কর-তীর্থের কথা হইল বিদিত॥
ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈলা অতিশয়। এ হেতু ব্রাহ্মণ-পুষ্কর নাম কয়॥
প্রভু আরাধিল এথা বিপ্র ভাগ্যবান্। দেখ এই পুষ্কর-তীর্থের চিহ্ন-স্থান॥
সে করে দর্শন, যে করয়ে এথা বাস। প্রভু-পদে হয় তা'র সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
না জানয়ে যমের যাতনা সেই জন। যে করয়ে এ অদ্ভুত স্থানের কীর্ত্তন॥
এথা গৌরসুন্দরের অদ্ভুত বিলাস। যে দেখিনু তাহা কি বলিব শ্রীনিবাস॥
এত কহি' নেত্রজলে ভাসিয়া ঈশান। বামন-পৌখেরা হৈতে করিলা পয়ান॥
হাটডাঙ্গা-গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া। শ্রীনিবাস-প্রতি কহে হাতসান দিয়া॥
দেখ শ্রীনিবাস, এই হাটডাঙ্গা-গ্রাম। পূর্ব্ব বিজ্ঞগণ কহে উচ্চহট্ট নাম॥
উচ্চহট্টগ্রাম নাম হৈল যে প্রকারে। তাহা কিছু কহিয়ে শুনিনু সাধুদ্বারে॥
ইন্দ্রাদি যতেক দেব এথাই রহিয়া। পরস্পর কহে কত বিহ্বল হইয়া॥
কেহ কহে, এই কলিযুগ ধন্য ধন্য। প্রকট হইবে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
অদ্বৈত-ঈশ্বর নিত্যানন্দ বলরামে। করিব প্রকট পূর্ব্ব নিয়মিত ধামে॥
কেহ কহে, নবদ্বীপে সকলের স্থিতি। অসংখ্য প্রভুর গণ কহি কি শকতি॥

প্রভু-পরিকর যত করুণার সিন্ধু। দীনহীন অধম জনের প্রাণবন্ধু॥
কেহ কহে, প্রভু পরিকরগণ লৈয়া। সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া॥
বহিব আনন্দ-নদী এই নদীয়ায়। জীবের কল্মষ নাশ হইব হেলায়॥
কেহ কহে, হ'বে যে মঙ্গল নাই অন্ত। দেখিব অদ্ভুত লীলা লোক ভাগ্যবন্ত॥
মো-সবার জন্ম যদি হয় নদীয়ায়। তবে সে মনের মহা দুঃখ দূরে যায়॥
কেহ কহে, এথা জন্ম অবশ্য হইব। প্রভুর বিহার নেত্র ভরি' নিরখিব॥
নবদ্বীপবাসী ভক্ত লৈয়া মো-সবায়। করিব নিযুক্ত গৌরচন্দ্রের সেবায়॥
ঐছে কত কহে, যেন হাট বসাইল। এই উচ্চ-স্থানে উচ্চ কীর্ত্তনারম্ভিল॥
সকলে তুলিয়া বাহু কহে আর্ত্ত-চিত্তে। বিলম্ব না কর প্রভু, অবতীর্ণ হৈতে॥
ঐছে কহি' পরম উল্লাসে দেবগণ। বিবিধ ভঙ্গিমা করি' করয়ে নর্ত্তন॥
প্রভুর শ্রীনামাবলী সবে করে গান। এই দুই হেতু হৈতে উচ্চহট্ট নাম॥
এ স্থান দর্শনে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল। প্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম বাঢ়ে অনর্গল॥
এথা ভক্ত-সঙ্গে প্রভু শচীর কুমার। বিহরয়ে দেব-মুনীন্দ্রাদি অগোচর॥
এত কহি' ঈশান হইতে নারে স্থির। সোঙরে শ্রীগৌরলীলা নেত্রে বহে নীর॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে। 'কুলিয়া পাহাড়পুর' গ্রামেতে প্রবেশে॥
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সুমধুর ভাষ। কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস॥
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার। এ নাম হৈল যৈছে কহি সে প্রকার॥
শ্রীকোলদেবের ভক্ত বিপ্র একজন। এথা আরাধয়ে কোলদেবের চরণ॥
প্রভু কোলদেবের চরিত্র মনোহর। গায় বিপ্র, নেত্রে বারিধারা নিরন্তর॥
অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিপ্র কয়। 'একবার দেহ' দেখা প্রভু, দয়াময়'॥
ঐছে আর্ত্তনাদে কত কহে বিপ্রবর। দেখিতে সে চেষ্টা ধৈর্য্য ধরে কে অন্তর॥
ভক্তাধীন প্রভু অবতারী গৌরহরি। হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত মাধুরী॥
নানারত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর। হস্ত, পদ, নাসা, মুখ, চক্ষু মনোহর॥
পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ শোভা সে আশ্চর্য্য। দেখিতে বরাহদেবে কেবা ধরে ধৈর্য্য॥
এইখানে বিপ্রে কোলদেব দেখা দিতে। বিপ্রের আনন্দ যে তা কে পারে বর্ণিতে॥

ভূমে পড়ি' বিপ্র প্রণমিয়া প্রভুপ'ায়। কৈল যত স্তুতি তাহা কহনে না যায়॥
ভকতবৎসল কোলদেব বিপ্র-প্রতি। কহয়ে মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ অতি॥
"হইবেক পূর্ণ, মনে যে আছে তোমার। দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্ভুত বিহার॥"
ঐছে কহি' অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে। অন্তর্দ্ধান হৈলা কোলদেব কতক্ষণে॥
প্রভু-অদর্শনে বিপ্র ব্যাকুল-হৃদয়। স্থির হইয়া প্রভু-আজ্ঞা মনে বিচারয়॥
আজ্ঞা হৈল নবদ্বীপে দেখিবে বিহার। নবদ্বীপে প্রভুর কিরূপ অবতার॥
চিন্তে বিপ্র লইয়া বেদাদি শাস্ত্রগণে। বেদাদি শাস্ত্রার্থ প্রকাশয়ে মনে মনে॥
"এই কলি-প্রথমে ধরিয়া গৌরবর্ণ। নবদ্বীপে বিপ্রবংশে হ'ব অবতীর্ণ॥
প্রকাশিব ব্রহ্মাদি-দুর্লভ সঙ্কীর্ত্তন। করিব প্রদান দীনহীনে ভক্তিধন॥
আস্বাদিব ব্রজপ্রেম-রসের পাথার। ভক্তভাবে করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার"॥
ঐছে বিচারিয়া বিপ্র চাহে চারিপানে। দেখি' অপ্রাকৃত ভূমি কহে খেদ-মনে॥
"প্রভুর পরমপ্রিয় নবদ্বীপ ধাম। শাস্ত্রে ব্যক্ত তথাপি নহিল মর্ম্মজ্ঞান॥
নবদ্বীপ মোরে অনুগ্রহ কি করিব? প্রভু-অবতীর্ণ-কালে এথা কি জন্মিব"??
এত কহি' বিপ্র ভাসে নয়নের জলে। হইল আকাশবাণী "জন্মিবে সেকালে"॥
শুনিয়া বিপ্রের অতি আনন্দ-অন্তর। প্রভু-গুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর॥
ওহে শ্রীনিবাস, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। শুনিলু প্রাচীন-মুখে কহিলু কিঞ্চিৎ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ কোল, বিপ্রে দেখা দিল। এইহেতু কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য হৈল॥
এস্থান দর্শনে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল। মিলয়ে দুর্লভ প্রেমভক্তি সুনির্ম্মল॥
এথা বাস কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ। নবদ্বীপে দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ঐছে কত কহি' চলে কোলদ্বীপ হৈতে। প্রভুর বিলাসস্থান দেখিতে দেখিতে॥

সমুদ্রগড়

সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়। দেখ শ্রীনিবাস, এ সমুদ্রগড়ি হয়॥
বিজ্ঞাপনে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কয়। এথা গঙ্গা সমুদ্র-প্রসঙ্গ সুখময়॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্র-গতি এথা। লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সেকথা॥
একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা-প্রতি। "জগতে তোমার সম নাই ভাগ্যবতী॥

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়। করিবেন প্রকট-বিহার সবে গায়॥
তোমার তীরেতে হবে অশেষ আনন্দ। গণসহ সদা বিলসিব গৌরচন্দ্র॥
ব্রজে জলক্রীড়া যৈছে করে যমুনায়। তৈছে ক্রীড়া করিবেন প্রভু গৌররায়"॥
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে। সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
"মোর যে দুর্ভাগ্য তা কহিব কার কাছে। সুখ দিয়া প্রভু মহাদুঃখ দিব পাছে॥
করিব সন্ন্যাস প্রভু, ছাড়িব নদীয়া। তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া॥
পরম অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশিব। নিরন্তর তোমার আনন্দ বাঢ়াইব॥
তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্ব্বজন। তাহা না কহিয়া করো মোরে বিড়ম্বন"॥
সমুদ্র কহেন—"তথা যে কহিলা বটে। দেখিব সন্ন্যাসি-বেশ যাতে প্রাণ ফাটে॥
সোঙরিতে সে বেশ কি করে জানি হিয়া। তোমার আশ্রয় তেঞি লইনু আসিয়া॥
তুমি দেখাইবা এই নদীয়া নগরে। ভুবন-মোহন গৌরচন্দ্র নটবরে॥
তিলে তিলে প্রিয়গণে রচিব সুবেশ। কেবা না ভুলিব দেখি' সে চাঁচর কেশ।
যৈছে প্রভু তৈছে তাঁর প্রিয় সঙ্গিগণ। তোমা হৈতে হবে তাঁ-সবার সন্দর্শন"॥
ঐছে দোঁহে কহি' কত চিন্তে মনে মনে। প্রভু অবতীর্ণ বা হইব কত দিনে॥
ওহে শ্রীনিবাস, গঙ্গা-সিন্ধু এইখানে। সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে॥
সুরধুনী সমুদ্রের উৎকণ্ঠাতিশয়। জানিল প্রভুর হৈল প্রকট-সময়॥
প্রকট-সময় সর্ব্বমতে সুলক্ষণ। চন্দ্র-গ্রহণের ছলে শ্রীনাম কীর্ত্তন॥
নবদ্বীপ-ভূমি হৈল মহাতেজোময়। শোভাবধি জগন্নাথ মিশ্রের আলয়॥
অতিশয় মঙ্গলামঙ্গল গেল দূরে। ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সায়রে॥
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে ঋষিগণ। ব্রহ্মাদি-দেবেও করে পুষ্প বরিষণ॥
হইতে প্রকট প্রভু শচীর তনয়। প্রভুর প্রকট-ধ্বনি ভুবনে ব্যাপয়॥
প্রভু-প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে। চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি। দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি'॥
একদিন সমুদ্র নির্ম্মল গঙ্গাকূলে। গণসহ গৌরচন্দ্রে দেখি' বৃক্ষমূলে॥
দিব্য সিংহাসনে বিলসয়ে গৌরহরি। রূপে কোটি কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি'॥

কুম্‌কুম্ কনক নহে রূপের উপমা। ভুবন ভুলয়ে দেখি' কেশের সুষমা॥
বদনচন্দ্রমা কোটিচন্দ্র-মদ নাশে। ঝরয়ে অমিয় সদা মন্দ মন্দ হাসে॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র, ভঙ্গি মনোহর। আজানুলম্বিত ভুজ, বক্ষ পরিসর॥
অতি সুমধুর নাভিমধ্য, জানুদ্বয়। সুচারু চরণতলে অরুণ-উদয়॥
পরিধেয় রক্তপ্রান্ত শ্বেত পট্টাম্বর। শ্রীমলয়চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর॥
নানা পুষ্প-ভূষণে ভূষিত শোভাময়। অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রিয়বর্গে নিরখয়॥
যৈছে গৌরচন্দ্র তৈছে প্রভুপ্রিয়গণ। চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরম সুশোভন॥
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ, বামে গদাধর। সম্মুখে অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি পরিকর॥
এ সবে হইয়া মহাবিহ্বল প্রেমায়। অনিমিখ নেত্রে গৌরচন্দ্র-পানে চায়॥
নানাসেবা করে প্রভু ভৃত্য চারিপাশে। দেখিয়া সমুদ্র হৈলা অধৈর্য্য উল্লাসে॥
সমুদ্রের মনে বহু অভিলাষ হৈল। অন্তর্যামী প্রভু অভিলাষ পূর্ণ কৈল॥
হইয়া সমুদ্র মহাবিহ্বল আনন্দে। গণসহ প্রভু-লীলা দেখয়ে স্বচ্ছন্দে॥
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বারবার। নিতি গতাগতি মাত্র আশ্রয় গঙ্গার॥
গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম। এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম॥
এ সমুদ্রগড়ি-গ্রাম-বাস দর্শনেতে। উপজে নির্ম্মল-ভক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রেতে॥
এথা ভক্তালয়ে গৌরাঙ্গের যে বিলাস। তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস॥

চম্পকহট্ট—চাঁপাহাটী

এত কহি' ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে। পরম আনন্দে চলে চম্পকহট্টেতে॥
শ্রীনিবাসে কহে—এ চম্পকহট্ট গ্রাম। চাঁপাহাটী নাম এ বিদিত রম্যস্থান॥
এইখানে আছিল চম্পক-বৃক্ষবন। পুষ্প আহরণ সদা করে মালিগণ॥
মালিগণ চম্পক-কুসুম সজ্জ করি'। এথাই বৈসয়ে হাট পাতি' সারি সারি॥
মহাসুখে কত শত ব্রাহ্মণ-সজ্জন। কিনিয়া চম্পক-পুষ্প করে দেবার্চ্চন॥
চাঁপাপুষ্প হাটে চাঁপাহাটী নাম হয়। ইথে সে বিশেষ কহি বিজ্ঞে যে কহয়॥
এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান্। শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি, সর্ব্বাংশে প্রধান॥
একদিন অনেক চম্পক পুষ্প লৈয়া। কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহাহর্ষ হৈয়া॥

শ্যামল সুন্দররূপ ধিয়ায় অন্তরে। দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে ॥
গৌরকান্তি চাঁপাপুষ্পপুঞ্জের সমান। দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
গৌররূপ অন্তর্দ্ধানে ব্যাকুল হিয়ায়। একদৃষ্টে চম্পক-পুষ্পের পানে চায় ॥
চম্পকপুষ্পপুঞ্জের রুচি নিরখিয়া। বেদাদি-প্রমাণ-পাঠে উমরয়ে হিয়া ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শাস্ত্রমতে কয়। "যুগমধ্যে এই কলিযুগ ধন্য হয় ॥
এই কলিযুগে কৃষ্ণ হ'বে অবতীর্ণ। ধরিবেন ভুবন-মোহন পীতবর্ণ ॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে যজিবেক বিজ্ঞ তাঁরে। জগৎ ভাসিব প্রভু-লীলার পাথারে" ॥
শাস্ত্র বিচারিয়া পুনঃ করিল নির্দ্ধার। "নবদ্বীপে হ'বে এ না প্রভু অবতার ॥
অবতীর্ণ হৈতে বহুদিন আছে জানি'। না দেখিব সে গৌরাঙ্গের তনুখানি" ॥
এত কহি' অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়য়। মুখ, বুক ভাসে দুই নেত্রে ধারা বয় ॥
অত্যন্ত ব্যাকুল, ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তাঁরে ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা প্রভু গৌরহরি। চম্পককুসুম-সম রূপের মাধুরী ॥
কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া মুখচাঁদ। শিরে চারু চাঁচর চিকুর কাম-ফাঁদ ॥
নেত্র, বাহু, বক্ষের উপমা নাই দিতে। জগৎ মোহিত করে সর্ব্বাঙ্গ-ভঙ্গিতে ॥
শোভা দেখি' বিপ্র মহাউল্লসিত মনে। করিল অনেক স্তুতি, পড়িল চরণে ॥
বিপ্রে কৃপা করি' প্রভু অদর্শন হৈতে। মূর্চ্ছিত হইয়া বিপ্র পড়িলা ভূমিতে।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বিপ্ররায়। অনুরাগে হইলেন উন্মাদের প্রায় ॥
চম্পককুসুম-প্রতি কহে বেরি বেরি। "তুমি স্ফুরাইলা মোরে গৌর-অবতারি" ॥
চম্পক-প্রশংসাবাক্য-ঘটা হট্ট মতে। চম্পকহট্টাখ্যা হৈল প্রসিদ্ধ লোকেতে ॥
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র সুস্থির হইলা। আজ্ঞা হৈল, হবে পূর্ণমনে যে করিলা" ॥
শুনি' মহানন্দে বিপ্র প্রভুগুণ গায়। সদা চিন্তে প্রভুরে দেখিব নদীয়ায় ॥
প্রভুপ্রিয় বিপ্রের শুনিনু যে যে ক্রিয়া। সে সকল কহিতে নারিনু বিস্তারিয়া ॥
এ চম্পাহট্টে গৌরচন্দ্র গণসনে। বিহরয়ে যৈছে তা বর্ণিব কোন জনে ॥
এই দেখ বিপ্র বাণীনাথের আলয়। যেহোঁ গৌরাঙ্গের অতিপ্রিয় প্রেমময় ॥

তথা হি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥,—
"বাণীনাথ দ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ" ॥

ঋতুদ্বীপ

ঐছে দেখাইয়া প্রভু প্রিয়গণ-স্থান। চম্পাহট্ট-গ্রাম হৈতে চলয়ে ঈশান॥
রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয়। দেখ ঋতুদ্বীপ এ পরম শোভাময়॥
পূর্ব্বে বৃহদ্‌গ্রাম এবে গ্রাম নামমাত্র। এথা ছিলা কৃষ্ণের অনেক ভক্তিপাত্র॥
রাতুপুর প্রদেশ পরম চমৎকার। এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার॥
ওহে শ্রীনিবাস, ঋতুদ্বীপাখ্যা যে-মতে। তাহা কহিযে কহয়ে প্রাচীনলোকেতে॥
এথা ছয় ঋতু বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম সবে মূর্ত্তিমন্ত॥
কেহ কারু প্রতি কহে মধুর ভাষায়। হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায়॥
কেহ কহে, করিবেন অদ্ভুত বিহার। তিলেতিলে আমোদ বাড়াবেন মোসবার॥
কেহ কহে, ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি॥ কত দিনে আমোদ জন্মাইব অবতরি॥
কেহ কহে, কলির প্রথমে অবতার॥ শ্রীনারদ মুনি কৈল সর্ব্বত্র প্রচার॥
কেহ কহে,—কহ, অবতারের সময়। কেহ কহে, বসন্তের ভাগ্য অতিশয়॥
হইলা বসন্ত ঋতু হর্ষ অনিবার। আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার॥
ঋতুরাজ বসন্ত সহিত ঋতুগণ। প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়। এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কয়॥
বসন্তাদি ঋতু ছয়ে প্রভুর বিলাস। এবে কি কহিব আগে হইব প্রকাশ॥
এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়। দেখয়ে প্রভুর লীলা জন্মি' নদীয়ায়॥

বিদ্যানগর

এত কহি' শ্রীঈশান ঋতুদ্বীপ হৈতে। করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রেরে। কহে সুমধুর কথা উল্লাস অন্তরে॥
দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত॥ বিদ্যানগর-ব্যাখ্যা যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥
দেবসভামধ্যে বৃহস্পতি একদিন। হইলা উদ্বিগ্ন ইহা কহয়ে প্রাচীন॥
বৃহস্পতি উদ্বিগ্ন দেখিয়া দেবগণ। জিজ্ঞাসয়ে উদ্বিগ্ন হইলা কি কারণ॥
বৃহস্পতি অতিশয় মনের উল্লাসে। দেবগণ-প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥

"এই কলিযুগে প্রভু নদীয়া-নগরে। জন্মিবেন বিপ্র জগন্নাথমিশ্র-ঘরে।
প্রভু গৌরচন্দ্র জগন্নাথের তনয়। নানা অবতারে নানা রঙ্গ প্রকাশয়॥
শ্রীরামাবতারে অস্ত্রশিক্ষা সুনৈপুণ্য। শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোচারণে অগ্রগণ্য॥
শ্রীগৌরাবতারে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যয়নে। ইথে যে কৌতুকতা না বুঝে অন্যজনে॥
সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ করিবেন প্রভু। বিলসিব যৈছে না বিলসে ঐছে কভু॥
রহিতে নারিয়ে, শীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া। প্রভু আরাধিব প্রভু-প্রকট লাগিয়া॥"
ঐছে কত কহি যাত্রা কৈলা বৃহস্পতি। প্রভুর শ্রীবিদ্যাক্রীড়া চিন্তে নিতিনিতি॥
করিবেন প্রভু বিদ্যাক্রীড়া নদীয়ায়। এই হেতু বৃহস্পতি আইলা এথায়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"এই ক্রীড়া লাগি সর্ব্বারাধ্য বৃহস্পতি। শিষ্য-সঙ্গে নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি॥"
ওহে শ্রীনিবাস, এই শ্রীবিদ্যানগরে। বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দরে॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা বৃহস্পতি-প্রতি। হইব প্রকট শীঘ্র স্বগণ-সংহতি॥
অশেষ প্রকারে বিদ্যা করহ প্রচার। শুনি বৃহস্পতি-চিত্তে হর্ষ অনিবার॥
কৈলা বিদ্যারম্ভ যৈছে কহনে না যায়। হইলা তৎপর সবে বিদ্যা-ব্যবসায়॥
প্রভু ক্রীড়া লাগি' এথা বিদ্যা প্রচারিল। এই হেতু শ্রীবিদ্যানগর নাম হৈল॥
সর্ব্বসিদ্ধি এই বিদ্যানগর দর্শনে। ঘুচয়ে অবিদ্যা বিদ্যানগর শ্রবণে॥
এই বিদ্যানগরে গৌরাঙ্গ গণসঙ্গে। বিহরয়ে ভক্তের আলয়ে মহারঙ্গে॥

জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর

এত কহি' ঈশান ঠাকুর ধীরে ধীরে। মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে জান্নগরে।
শ্রীনিবাস কহে, দেখ গ্রাম জান্নগর। পূর্ব্বে জান্নদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর॥
যৈছে জান্নদ্বীপ নাম ব্যক্ত মহীতলে। তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীনসকলে॥
জহ্নুমুনি পরম আনন্দে এইখানে। দেখি' নবদ্বীপ-শোভা বিচারয়ে মনে॥
অন্য কলি হৈতে এই কলিযুগ ধন্য। যাতে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্বপ্রিয়গণ-সনে। নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির প্রথমে॥

ধরিব সে গৌরবর্ণ উপমার পার। হইব শ্রীঅঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার॥
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস। তাহা দেখি কি পূর্ণ হইবে অভিলাষ॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি মনের আনন্দে। আরাধয়ে ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রে॥
মুদ্রিত-নয়নে মুনি করিতে ধিয়ান। হৃদয়ে উদয় হৈলা প্রভু দয়াবান॥
শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি ত্রিভুবন মোহে। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা শিরে শিখিপিঞ্ছ শোভে॥
করাবলম্বন বংশী বায় মন্দ মন্দ। ঝলমল করয়ে সুচারু মুখচন্দ্র॥
ঐছে দেখি দেখে তারে সন্ন্যাসী নবীন। দণ্ড কমণ্ডলু করে, শির শিখাহীন॥
পরিধেয় অরুণ কৌপীন বহির্ব্বাস। অঙ্গতেজ জিনি কোটি সূর্য্যের প্রকাশ॥
ঐছে নিরখিয়া মুনি নারে স্থির হৈতে। নেত্র মেলিতেই তেহোঁ উদয় সাক্ষাতে॥
সুচারু চাঁচর কেশে মাতায় ভুবন। ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ॥
জগৎ করয়ে আলো রূপের ছটায়। স্বর্ণাদি মলিন সে উপমা নহে তায়॥
অঙ্গভঙ্গি কোটি-কন্দর্পের দর্প নাশে। দেখি' মুনি হইলেন বিহ্বল উল্লাসে॥
দেখিয়া মুনির চেষ্টা প্রভু গৌরহরি। করিল মুনিরে স্থির অনুগ্রহ করি'॥
মুনি মহানন্দে পড়ি' প্রভু-পদতলে। করিলেন সিক্ত পাদপদ্ম নেত্রজলে॥
করিয়া অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে। সমর্পিল নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে॥
প্রভু আলিঙ্গন করি' কহে বার বার। 'সর্ব্বমনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার॥'
ঐছে কত কহি' প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলা। প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্য্যাবলম্বিলা॥
আপনার সৌভাগ্য প্রশংসে মনে মনে। হৈল মোর তপস্যা সফল এতদিনে॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি চাহে চারিভিতে। কত সাধ নদীয়ার মহিমা দেখিতে॥
নিরন্তর নদীয়াচান্দের গুণ গায়। ধূলায় ধূসর, সিক্ত নেত্রের ধারায়॥
জহ্নুমুনি মহানন্দে রহে এইখানে। এইহেতু জহ্নুদ্বীপ কহে বিজ্ঞগণে॥
জহ্নুদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্রের যে বিহার। সে-সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার॥
এথা ছিল পুষ্পময় অপূর্ব্ব কানন। লোকে কহে শ্রীজহ্নুমুনির তপোবন॥
এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়। বাঢ়য়ে নির্ম্মল-ভক্তি শ্রীপ্রভুর পায়॥

মোদদ্রুম—মাউগাছি

এত কহি' জান্নগর হইতে ঈশান। চলিলেন মাউগাছি গ্রাম সন্নিধান॥
মাউগাছি প্রদেশের শোভা নিরখিয়া। শ্রীনিবাস-প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
এই মাউগাছিগ্রাম লোকেতে প্রচার। মোদদ্রুমদ্বীপ নাম পূর্ব্বে সে ইহার॥
মোদদ্রুমদ্বীপ নাম যৈছে ব্যক্ত হৈল। তাহা কহি প্রাচীনের মুখে যে শুনিল॥
পালিতে পিতার সত্য কৌশল্যা-তনয়। অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে করিলা বিজয়॥
ছাড়ি' রাজবেশ প্রভু মহানন্দ-মনে। জানকী-লক্ষ্মণসহ ভ্রমে বনে বনে॥
অতি সুকোমল পদে যে-পথে চলয়ে। সে-পথ কোমল হয় কিছু না বাজয়ে॥
বাত, বর্ষা, সূর্য্যাতপ সদা অনুকূল। অদ্ভুত ভ্রমণ-লীলা ভুবনে অতুল॥
নানা দেশবাশী স্ত্রী-পুরুষাদি যত। দেখি' রামচন্দ্র-শোভা সবেই উন্মত্ত॥
যে যে-বন-পর্ব্বতাদি স্থানে কৈল স্থিতি। হৈল মহাতীর্থ সে সে-স্থানে ব্যক্ত কীর্ত্তি
এথা হৈতে উত্তর-দিশায় কথোদূরে। ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র পর্ব্বত-গহ্বরে॥
অদ্যাপিহ লোকযাত্রা সেইখানে হয়। সে-স্থান দর্শনমাত্রে সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়॥
ওহে শ্রীনিবাস, ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। আইসেন এথা যৈছে উপমা কি দিতে॥
অগ্রে রাম রাজা দশরথের নন্দন। মধ্যে শ্রীজানকী, পাছে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম-জানকী-লক্ষ্মণের শোভা দেখি'। আনের কা কথা, মহামুগ্ধ পশু-পাখী॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য রাম রাজীবলোচন। চতুর্দ্দিকে চাহি' চলে গজেন্দ্রগমন॥
কথোদূর হৈতে নবদ্বীপ-পানে চায়। মন্দ মন্দ হাসে অতিকৌতুক হিয়ায়॥
শ্রীরামচন্দ্রের দেখি' সহাস্য বদন। জিজ্ঞাসে জানকী,'কহ হাস্যের কারণ'॥
শুনি' শ্রীসীতার প্রৌঢ়বাক্য রসাবেশে। কহয়ে জানকী-প্রতি সুমধুর ভাষে॥
"দ্বাপরের পরে কলিযুগের প্রথমে। হবে মহাকৌতুক এ নবদ্বীপ-গ্রামে॥
নবদ্বীপে করি' অতি অদ্ভুত বিহার। তদুপরি করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥
এবে যৈছে ভ্রমি ঐছে করিব ভ্রমণ। করিতে ভ্রমণ মনে হাসিলু এখন॥"
শুনিয়া জানকী নিবেদয়ে যোড়করে। "কৈছে বিলসিবা প্রভু নদীয়া নগরে??"

শুনি' প্রভু কহে, "বিপ্রবংশেতে জন্মিব। বাল্যকালে বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশি
ধরিব অদ্ভুত পীতবর্ণ নিরুপম। আমা পানে চাহিয়া মাতিব ত্রিভুবন
হব বিদ্যাবন্ত, কীর্ত্তি ব্যাপিব ভুবনে। করিব বিবাহদ্বয় পিতা-অদর্শনে।
এবে যৈছে কৈলু পিণ্ড প্রদান গয়াতে। ঐছে পিণ্ড প্রদান করিব লোক-রীতে
নবদ্বীপে ভক্তের উল্লাস বাঢ়াইব। ব্রহ্মাদি-দুর্লভ সংকীর্ত্তন প্রচারিব
নিজগণে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া। হইবাঙ্ দেশান্তরী সন্ন্যাসী হইয়া।
শুনি' শ্রীজানকী কহে সহাস্য-বদনে। "সন্ন্যাস করিবা তবে বিবাহ বা কেনে
ইথে অনুচিত এই মোর মনে লয়। পরম দয়ালু হৈয়া হইবা নির্দ্দয়॥"
শুনি' লজ্জাযুক্ত রাম কহে সীতাপ্রতি। "না জানহ সদা মোর নবদ্বীপে স্থিতি
কহিতে কহিতে ঐছে মধুর গমনে। জানকী-লক্ষ্মণসহ আইলা এইখানে॥
এক বৃহদ্বটদ্রুম আছিল এথায়। তার তলে দাঁড়াইলা অপূর্ব্ব ছায়ায়॥
পুন শ্রীজানকী কহে নিজ প্রাণনাথে। "সঙ্কীর্ত্তনানন্দ প্রভু কৈছে নদীয়াতে??
জানকীবল্লভ রাম রাজীবলোচন। প্রিয়াপ্রতি কহে, "করো মুদ্রিত নয়ন
শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে। নবদ্বীপে অদ্ভুত বিলাস নিরিখয়ে।
গীত-নৃত্য-বাদ্যের অবধি নদীয়ায়। প্রভু-ভক্ত অসংখ্য উপমা নাই তায়॥
পরিকরমধ্যে গৌর-বিগ্রহ সুন্দর। কৈশোর বয়স মহারসের সাগর॥
ভুবন মোহয়ে সে না অঙ্গ-ভঙ্গিমাতে। সেশোভা দেখিয়া সীতানারে স্থিরহৈ
নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথ-পানে। হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্থির কৈল তানে
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন শ্রীসুমিত্রা-নন্দন। হইলা অধৈর্য্য লীলা করিয়া স্মরণ॥
এথা সকলের মোদ বৃদ্ধি অতিশয়। এইহেতু মোদদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্বে কয়॥
এই মোদদ্রুমদ্বীপ যে করে দর্শন। তারে সুপ্রসন্ন রাম-জানকী-লক্ষ্মণ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এই রামবট স্থান। কলি প্রবেশিতে বট হৈল অন্তর্দ্ধান॥
এথা হৈতে রামচন্দ্র মহাহর্ষ-চিতে। শ্রীসীতা-লক্ষ্মণসহ চলে উৎকলেতে॥
প্রবেশি' উৎকলে দেখি' স্থান মনোরম। রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন।

সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে সে-স্থান। মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্যবান॥
তথা হৈতে রামচন্দ্র ভ্রমে বনে বনে। করয়ে পরমাদ্ভুত কীর্ত্তি স্থানে স্থানে॥
এই মাউগাছি গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর। করিল অদ্ভুত লীলা অন্য-অগোচর॥
রাম-উপাসক এক বিপ্র ছিল এথা। ওহে শ্রীনিবাস, কিছু কহি তাঁর কথা॥
যে-দিবস বিশ্বম্ভর প্রকট হইলা। সে-দিবস সেই বিপ্র মিশ্রগৃহে ছিলা॥
প্রকট সময়ে দেবে জয়ধ্বনি করে। দেখি' বিপ্রগণে বিপ্র পড়িলা ফাঁপরে॥
পরম আনন্দে মনে মনে বিচারয়। হইল প্রকট মোর প্রভু সুনিশ্চয়॥
দশরথ রাজা—এই মিশ্র জগন্নাথ। জগৎজননী শচী—কৌশল্যা সাক্ষাৎ॥
কাহুকে না কহি কিছু দেখি বিশ্বম্ভরে। মিশ্রগৃহ হৈতে আইলেন নিজঘরে॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম রামে করিতে ধিয়ান। দেখি মিশ্রপুত্রে গৌরমূর্ত্তি অনুপম॥
ইথে চিন্তাযুক্ত হৈতে নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ হইল॥
কনক-দর্পণ জিনি শ্রীঅঙ্গের ছটা। নিন্দয়ে শ্রীমুখচন্দ্রে চন্দ্রমার ঘটা॥
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর। আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র ভঙ্গি মনোহর॥
শিরে চারু চিকন চাঁচর কেশভার। তাহে সুবিচিত্রিত বেঢ়া নানা পুষ্পহার॥
গলে যজ্ঞসূত্র অতি অদ্ভুত সুষমা। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, নাই জগতে উপমা॥
বিলসয়ে অপূর্ব্ব রতন সিংহাসনে। স্তুতি করে সম্মুখে ব্রহ্মাদি দেবগণে॥
দেখিতে দেখিতে বিপ্র মনের আনন্দে। দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ দেখে গৌরচন্দ্রে॥
ভুবনমোহন প্রভু কৌশল্যা-তনয়। পরম অদ্ভুত রাজবেশে বিলসয়॥
সহাস্যবদন ধনুর্ব্বাণ ধরে করে'। বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে॥
সম্মুখে পবননন্দন হনুমান। করযোড়ে রহে সে অদ্ভুত ভঙ্গি তান॥
ঐছে রামচন্দ্রশোভা দেখি' বিপ্রবর। ভূমিতে পড়িয়া করে প্রণতি বিস্তর॥
ভকতবৎসল প্রভু গুণের আলয়। বিপ্রে অনুগ্রহ করিলেন অতিশয়॥
প্রভু অদর্শন হৈতে হৈল নিদ্রাভঙ্গ। বিপ্র মহাব্যাকুল ধরিতে নারে অঙ্গ॥
দেখি দশা পুনঃ প্রভু স্বপ্নে প্রবোধিলা। এ সকল ব্যক্ত করিতেও নিষেধিলা॥
স্থির হৈয়া বিপ্র মহা মনের আনন্দে॥ কাহুকে না কহে কিছু দেখি গৌরচন্দ্রে॥

অত্যন্ত প্রাচীন বিপ্র অপ্রকট কালে। করি' অনুগ্রহ কিছু কহিল বিরলে॥
মোরে অতিশয় অনুগ্রহ হয় তার। কি বলিব বিপ্রের মহিমা চমৎকার॥
দেখ সে বিপ্রের এই বাসস্থান হয়। এস্থান দর্শনমাত্রে ঘুচে ভব-ভয়॥
এথা গৌরচন্দ্র নিজগণের সহিতে। প্রকাশয়ে রামলীলা দেখিনু সাক্ষাতে॥

বৈকুণ্ঠপুর

এত কহি' শ্রীঈশান সে প্রেমাবেশেতে। গেলেন বৈকুণ্ঠপুর মাউগাছি হৈতে॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে। দেখ, এ বৈকুণ্ঠপুর বিদিত সংসারে॥
বৈকুণ্ঠপুরাখ্যা যৈছে হইল প্রচার। তাহাকিছুকহি লোকে কহে যে-প্রকার॥
একদিন নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে। আইসে শিবের পাশে কৈলাসপর্ব্বতে॥
নিজগণসহ শিব বসি' চর্ম্মাসনে। শ্রীকৃষ্ণচরিত কহে শ্রীপঞ্চবদনে॥
দূর হৈতে নারদ শ্রীমহেশে দেখিয়া। হইলা বিহ্বল ভূমে পড়ে প্রণমিয়া॥
নারদে করিয়া কোলে দেব ত্রিলোচন॥ জিজ্ঞাসেন কোথা হৈতে হৈল আগমন॥
নারদ কহেন অতি উল্লসিত মনে। "গিয়াছিনু শ্রীনারায়ণের সন্দর্শনে॥
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লৈয়া নিজ প্রিয়গণ। নবদ্বীপ প্রসঙ্গে নিমগ্ন অনুক্ষণ॥
ভারতবর্ষেতে নবদ্বীপ রম্যস্থান। গণসহ হর্ষ তথা করিতে পয়ান॥
দেখি' মহারাজ মুই আইনু ত্বরায়। না জানি কি আনন্দ হইবে নদীয়ায়॥"
শুনি' নারদের বাক্য দেব মহেশ্বর। মন্দ মন্দ হাসে প্রেমে পূর্ণ কলেবর॥
নারদের পানে চাহি মস্তক ঢুলায়। করয়ে গর্জ্জন কি অদ্ভুত ভঙ্গি তায়॥
হইলা বিহ্বল শ্রীকৈলাস গিরীশ্বর। নয়নের জলে সিক্ত শ্বেত কলেবর॥
নবদ্বীপ-লীলাগত মহেশে দেখিয়া। চলিলা নারদ মুনি বিদায় হইয়া॥
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীনারদ এইখানে। নবদ্বীপ-শোভা দেখি' বিচারয়ে মনে॥
'এই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধামময়। সর্ব্বধামনাথ এথা সদা বিলসয়॥
দেখি আইনু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণে। এথা কি বৈকুণ্ঠনাথ দেখিব নয়নে॥
মুনি মনোরথ মাত্রে দেখয়ে সাক্ষাতে। গণসহ শ্রীবৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠের নাথে॥

ইলা নারদ মুনি প্রেমায় বিহ্বল। নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল॥
বদ্বীপধামে কত প্রার্থনা করিয়া। কৃষ্ণ সন্দর্শন কৈল দ্বারকায় গিয়া।
ারদের আগমনে রুক্মিণীর নাথ। প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া কৈল দৃষ্টিপাত॥
ারদেরে সন্তোষ করিয়া নানা মতে। জিজ্ঞাসয়ে আগমন হৈল কোথা হতে॥
ুনি কহে, নবদ্বীপ হৈতে আগমন। এত কহি' করিলেন মৌনাবলম্বন॥
ুনি-মনোবৃত্তি জানি' কৃষ্ণ কৃপাময়। হইলেন গৌর-মূর্ত্তি ভুবন মোহয়॥
দখিয়া নারদ মুনি নদীয়ার চান্দে। নেত্রে বহে বারিধারা ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
ইলেন যৈছে কিছু না যায় কহনে। শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ দেখে সেই ক্ষণে॥
গৌর কৃষ্ণরূপ অতি অমূল্যরতন। হৃদয়-সম্পুটে মুনি কৈল সঙ্গোপন॥
ফিরাইতে নারে নেত্র রহয়ে চাহিয়া। প্রভু হর্ষ নারদের চেষ্টা নিরখিয়া॥
ারদে করিয়া স্থির কহে মৃদুভাষে। শিবের নিকট শীঘ্র যাইবে কৈলাসে॥
বদ্বীপ গমন জানাবে সব ঠাঁই। হইল সময় বিলম্বের কার্য্য নাই॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মহা মধুর বচন। বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন॥
গায় বীণাযন্ত্রে গৌরকৃষ্ণের চরিত। কৈলাস পর্ব্বতে শীঘ্র হৈলা উপনীত॥
শিবে প্রণমিয়া মুনি সব নিবেদিল। শুনি মহাদেব মহা বিহ্বল হইল॥
ারদে করিয়া ক্রোড়ে করয়ে নর্ত্তন। যে আনন্দ কৈলাসে তা না হয় বর্ণন॥
ওহে শ্রীনিবাস, মুনি সর্ব্বত্রে জানাই। পুনঃ শ্রীনারদ মুনি আইলা এই ঠাঁই॥
মনে মনে মুনি বিচারয়ে মনঃকথা। দ্বারকায় যে দেখিনু দেখিব কি এথা॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি চারিদিকে চায়। দ্বারকা ঐশ্বর্য্য দেখয়ে নদীয়ায়॥
ত্ন সিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসয়ে। রূপের ছটায় কোটী কন্দর্প মোহয়ে॥
দখিয়া প্রভুর শোভা নারদ গোসাঞি। হইলেন যৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই॥
ারদে কহয়ে প্রভু মধুর বচনে। দেখিবে প্রকট লীলা এথা অল্পদিনে॥
তুমি যে করিলে মনে হবে সর্ব্বথায়। জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডিত হেলায়॥
ঐছে কিছু কহি' নারদেরে কৃপা করি'। হইলেন অদর্শন প্রভু গৌরহরি॥

ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীপ্রভুর অদর্শনে। হইলা ব্যাকুল মুনি কত উঠে মনে॥
এই নারায়ণপীঠ-স্থানে মুনিবর। কিছুদিন রহি হৈলা ভ্রমণে তৎপর॥
নারায়ণে নারদ দর্শন এথা কৈল। এই হেতু নারায়ণপীঠ নাম হৈল॥
বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এইখানে। তেঞি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে॥
এদেশের রাজা যোগ্য সে সময়ে ছিলা। শ্রীনারায়ণের সেবা এথা প্রকাশিলা॥
কথোদিন পরে গ্রাম হৈল লুপ্তপ্রায়। পুনঃ হৈল অতিশয় বসতি এথায়॥
এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান। লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্ত্রে উপাসনা তান॥
লক্ষ্মী-নারায়ণে তাঁর অনন্য পিরীতি। কহিতে কি জানি যে দেখিনু শুদ্ধরীতি॥
মধ্যে মধ্যে বল্লভ মিশ্রের ঘরে গিয়া। লক্ষ্মীনারায়ণে সেবে নিভৃত পাইয়া॥
বল্লভ মিশ্রেরে তাঁর স্নেহ অতিশয়। বিপ্রে গুরুভক্তি করে মিশ্র মহাশয়॥
যে দিবস লক্ষ্মীর বিবাহ প্রভু-সনে। সে দিবস সেই বিপ্র ছিল সেইখানে॥
বিবাহ-সময়ে দেখি' লক্ষ্মী বিশ্বম্ভরে। লক্ষ্মী নারায়ণ বলি' বিপ্র নৃত্য করে॥
বিপ্রের নয়নে আনন্দাশ্রু অনিবার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক নারে ধৈর্য্য ধরিবার॥
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র কিছু স্থির হৈলা। সে রাত্রে তথাই রহি নিজ বাসা আইলা॥
অতি জীর্ণ বাসা প্রায় স্থিতি বৃক্ষতলে। কুটিরে প্রবেশি বিপ্র ভাসে নেত্রজলে॥
মিশ্রগৃহে লক্ষ্মী-গৌরচন্দ্রে সোঙরিয়া। নিরন্তর প্রেমানন্দে উমড়য়ে হিয়া॥
মনে মনে করে বিপ্র সুদৃঢ় বিচার। 'গৌররূপে নারায়ণ শচীর কুমার॥
বল্লভ মিশ্রের কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে প্রকট অবনী॥
লক্ষ্মীপ্রাণনাথ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র। করিব কি কৃপা মোরে দেখি' দীন মন্দ॥'
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করয়ে প্রভুরে। হইলা সাক্ষাৎ প্রভু বিপ্রের কুটিরে॥
পরম অদ্ভুত রঙ্গ করিলা প্রকাশ। বিপ্রের কুটিরে হৈল বৈকুণ্ঠ-বিলাস॥
ভুবনমোহন প্রভু শ্রীগৌরবিগ্রহ। বিলসয়ে রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীসহ॥
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত নানারত্ন বিভূষণে। দুঁহুরূপ-মাধুর্য্যের উপমা কি আনে॥
সেইক্ষণে প্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়। হৈলা চতুর্ভুজ দেখি বিপ্রের বিস্ময়॥

প্রভুপদে পড়ি বিপ্র কৈলা বহু স্তুতি। ভক্তাধীন প্রভু হাসি কহে বিপ্র-প্রতি॥
"জন্মে জন্মে তুমি মোর হও প্রিয় দাস। তুমি সে দেখিতে যোগ্য আমার বিলাস
এবে যে দেখিলে ইহা কাহু না কহিবে। যবে যে করিবে মনোরথ সিদ্ধি হবে॥"
এত কহি' বিপ্রমাথে ধরিয়া চরণ। অচিন্ত্য প্রভুর লীলা হৈল অদর্শন॥
বিপ্র যৈছে হৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে। সদা নবদ্বীপলীলা-সমুদ্রে সাঁতারে॥
ওহে শ্রীনিবাস, কত কহিব সে-কথা। এই দেখ বিপ্রের কুটির ছিল এথা॥
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু শচীর কুমার। শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে কৈল অশেষ বিহার॥
শ্রীবৈকুণ্ঠপুর দর্শনেতে আর্ত্তি যার। অনায়াসে সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধি তার॥

মহৎপুর—মাতাপুর

এত কহি' শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে প্রণমিয়া। মাতাপুরে চলে চতুর্দ্দিক নিরখিয়া॥
শ্রীনিবাসে কহেন শ্রীঈশান ঠাকুর। এই আগে দেখ গ্রাম নাম 'মাতাপুর'॥
পূর্ব্বে শ্রীমহৎপুর গ্রাম নাম হয়। মহৎ প্রসঙ্গপুর কহি যে লোকে কয়॥
শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় পাণ্ডবের বনবাস। বনবাসে হৈল মহা কৌতুক প্রকাশ॥
নানাদেশ ভ্রময়ে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই। পাণ্ডবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই॥
যে যে দেশে পাণ্ডবের নহিল গমন। সে-সে-দেশ পাণ্ডববর্জ্জিত বিজ্ঞে কন॥
পাণ্ডবের কীর্ত্তি যত বিদিত পুরাণে। অসুর-রাক্ষস নাশ কৈল স্থানে স্থানে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড়দেশে প্রবেশিল। রাঢ়ে একচক্রা-নাম গ্রামে স্থিতি কৈল॥
একচক্রা প্রদেশে যে অসুর রাক্ষস। সে সবে বধিলা ভীম ব্যাপিল সুযশ॥
দৌপদী-সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই। লোকহিতে রত যৈছে কহি সাধ্য নাই॥
একচক্রা নির্জ্জনে রহয়ে মহানন্দে। সদা সোঙরয়ে বলদেব-কৃষ্ণচন্দ্রে॥
দেখি একচক্রা-ভূমি-শোভা মনোহর। মনে বিচারয়ে যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর॥
'দেখিলু অনেক দেশ ঐছে না দেখিল। ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথায় নহিল॥
ইথে বুঝি কৃষ্ণ-লীলাস্থলী এই স্থান। কৃষ্ণ জানাইলে জানি মহিমা ইঁহান॥'
ঐছে বিচারিতে প্রায় রাত্রি শেষ হৈল। কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥

স্বপ্নচ্ছলে রোহিনীনন্দন বলরাম। হইলা সাক্ষাৎ শোভা অতি অনুপম॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া অদ্ভুত স্নেহাবেশে। রাজা যুধিষ্ঠিরে কিছু কহে মৃদুভাষে॥
"এই কথো দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম। সুরধুনী-বেষ্টিত পরম রম্য স্থান॥
কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্রকুলে। জন্মিব আচ্ছন্নরূপে মহাকুতূহলে॥
নানা দেশে জন্মিবেন প্রিয়গণ তাঁর। তাঁর ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার॥
এই একচক্রা মোর বিলাসের স্থান।" এত কহি' বলদেব হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
হইয়া বিস্ময় রাজা চিন্তে মনে মনে। শ্বেতদ্বীপ হেন দেখে একচক্রা গ্রামে॥
দেখিতেই ভূমি-শোভা নিদ্রাভঙ্গ হৈল। স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণে জানাইল॥
একচক্রা হইতে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই। নবদ্বীপে আসি উত্তরিলা এই ঠাঁই॥
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচারয়ে মনে॥
একচক্রা গ্রামে যৈছে দেখিলু স্বপ্নেতে। এথা কিদেখিব বলি' নারে স্থির হৈতে॥
রাজার যে মনোবৃত্তি বুঝনে না যায়। হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥
স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ-বলদেব ভ্রাতৃদ্বয়। হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়॥
রাজা যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া। "মোর জন্মভূমি এই নগর নদীয়া॥
কলিযুগে প্রকট হইয়া গণসনে। মাতাইব জগৎ মাতিব সঙ্কীর্ত্তনে॥
তোমা সবা সহ সিন্ধুতীরে বিলসিব। ব্রজের দুর্ল্লভ প্রেমসুধা পিয়াইব॥"
এত কহি' রাজার জানিয়া মনোবৃত্তি। হইলেন পরমসুন্দর গৌরমূর্ত্তি॥
কৃষ্ণ বলদেবের দেখিয়া হেন রূপ। আত্মবিস্মরিত যুধিষ্ঠির ভক্তভূপ॥
পরম আনন্দে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। লুটাইয়া পড়ে দুই প্রভু-পদতলে॥
দুই প্রভু রাজারে করিয়া আলিঙ্গন। কহিয়া প্রবোধ বাক্য হৈল অদর্শন॥
প্রভু অদর্শনে হৈল ব্যাকুল হৃদয়। জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত সময়॥
এ অদ্ভুত কথা জানাইয়া ভ্রাতৃগণে। কথোদিন আনন্দে রহিলা এইখানে॥
মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়। তাঁর বাসস্থান হেতু 'মহৎপুর' কয়॥
এথা ছিল পঞ্চবট বৃক্ষ বিস্তারিত। অতি সুশীতল ছায়া সর্ব্ব মনোহিত॥
দ্রৌপদী-সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই। দেখি' নবদ্বীপ-শোভা অধৈর্য্য এথাই॥

যুধিষ্ঠির বেদি নামে উচ্চটীলা ছিল। প্রভুর ইচ্ছাতে সে-সকল লুপ্ত হৈল॥
ওহে শ্রীনিবাস, কত কহিব সে কথা। অজ্ঞাত রূপেতে পাণ্ডবের বাস এথা॥
পাণ্ডব শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের আদেশে। এথা হৈতে যাত্রা করিলেন ওড্রদেশে॥
উৎকলে পুরুষোত্তম পুরী সন্নিধানে। রহিলেন কিছুদিন অপূর্ব্ব কাননে॥
তথা শ্রীবিগ্রহ শ্রীমাধব তাঁর নাম। ছিলেন রাক্ষস-স্থানে পাইল সন্ধান॥
গদাঘাতে ভীম সে রাক্ষসে নষ্ট কৈলা। শ্রীমাধব-সেবা সর্ব্বলোকে প্রচারিলা॥
অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্ত লোক সেবে তাঁরে। পাণ্ডবের ক্রিয়া যত কে কহিতে পারে॥
এই মহৎপুরে গৌরচন্দ্র মহারঙ্গে। প্রকাশে অদ্ভুত লীলা পরিকর-সঙ্গে॥
যে বারেক মহৎপুর করয়ে দর্শন। অনায়াসে পায় সে অমূল্য ভক্তিধন॥
শ্রীমহৎপুর প্রসঙ্গেতে যাঁর রতি। তাঁর দৃষ্টিমাত্রে ঘুচে অন্যের দুর্ম্মতি॥
এত কহি' শ্রীমহৎপুর হৈতে চলে। সোঙরি গৌরাঙ্গ-লীলা ভাসে নেত্রজলে॥

রুদ্রদ্বীপ—রাদুপুর

গঙ্গা-পূর্ব্বধারে রাদুপুর গ্রাম হয়। কেহো কেহো রাদুপুরে রুদ্রপুর কয়॥
শ্রীঈশান ঠাকুর সে রাদুপুরে গিয়া। শ্রীনিবাস-প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
এহ রাদুপুর পূর্ব্ব রুদ্রদ্বীপ নাম। গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান॥
রুদ্রদ্বীপ নাম যৈছে প্রচার হইল। তাহা কিছু কহি বিজ্ঞমুখে যে শুনিল॥
গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদীয়ায়। ইথে শ্রীরুদ্রের মহা উল্লাস হিয়ায়॥
নিজগণ-সনে রুদ্রদেব এইখানে। হইলা উন্মত্ত গৌরচরিত্র কীর্ত্তনে॥
চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্যধ্বনি মনোহর। অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর॥
মেদিনী কম্পয়ে শ্রীরুদ্রের পদভরে। দেখিতে সে নৃত্যশোভা কেবা ধৈর্য্যধরে॥
রুদ্রের নর্ত্তনে কেবা না করে নর্ত্তন। স্বর্গে নানা পুষ্প বরিষয়ে দেবগণ॥
দেবের অন্তরে মোদ বাঢ়ে অনিবার। সবে কহে খণ্ডিল জীবের দুঃখ ভার॥
প্রভু না জন্মিতে রুদ্র প্রভুজন্ম গায়। এবে অবশ্য জন্মিব নদীয়ায়॥
দেখি' প্রভু-জন্মলীলা জুড়াব নয়ন। এত কহি' স্বর্গেও নাচয়ে দেবগণ॥

প্রভুগুণ-গানে রুদ্র আত্মবিস্মরিত। হইলা অধৈর্য্য প্রভু দেখি' রুদ্র-রীত॥
অন্য-অলক্ষিত রুদ্রদেবে দেখা দিয়া। রুদ্রদেবে করে স্থির ঐছে প্রবোধিয়া॥
তোমার যে মনোবৃত্তি সফল করিব। অতি অবিলম্বে গণসহ প্রকটিব॥
প্রভুবাক্যে রুদ্র স্থির হইয়া মহানন্দে। বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে গৌরচন্দ্রে॥
শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবে আলিঙ্গিয়া। হইলেন অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
প্রভু-অদর্শনে রুদ্র ব্যাকুল হিয়ায়। কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায়॥
নিজগণ-সহ রুদ্র বসি' এইখানে। করে সুধাবৃষ্টি গৌরচরিত্র কথনে॥
ওহে শ্রীনিবাস, এ পরম পুণ্যস্থান। শ্রীরুদ্রবিলাসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম
এস্থান দর্শন মাত্রে ঘুচয়ে দুর্ম্মতি। গৌরপাদপদ্মে রুদ্র জন্মায়েন রতি॥
ঐছে শ্রীঈশান স্থান-মহিমা কহিয়া। চলে বেলপৌখেরা গ্রামেতে হৃষ্ট হৈয়া॥
শ্রীনিবাসে কহে বেলপৌখেরা এ গ্রাম। কহয়ে প্রাচীনে বিল্বপক্ষ পূর্ব্ব নাম॥
বিল্বপক্ষ নাম এস্থানের যৈছে হয়। তাহা কিছু কহিয়ে প্রাচীন লোকে কয়॥
পঞ্চবক্ত্র শিবমূর্ত্তি ছিলেন এখানে। তাঁর যে মহিমা তাহা কে কহিতে জানে॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে যেবা যে কার্য্য প্রার্থয়। তাহা পূর্ণ করে পঞ্চবক্ত্র দয়াময়॥
এক সময়েতে কত তপস্বী ব্রাহ্মণ। মনোরথ সিদ্ধিহেতু করে শিবার্চ্চন॥
এক পক্ষ বিল্বদলে পূজিতে শিবেরে। হইলেন শিব মহাপ্রসন্ন অন্তরে॥
কৃপাদৃষ্টে চাহি' পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর। বিপ্রগণে কহে, 'লহ নিজাভীষ্ট বর॥'
বিপ্রগণ কহে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য যাহা। অনুগ্রহ করি মো সবারে দেহ তাহা॥'
বিপ্রগণে কহে শিব 'কহিলা আশ্চর্য্য। কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা বিনু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য॥'
বিপ্রগণ কহে, 'পরিচর্য্যা শ্রেষ্ঠ হয়। কিরূপে হইব লভ্য কহ কৃপাময়॥'
পঞ্চবক্ত্র কহে "কিছু চিন্তা না করিবে। অনায়াসে কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা লভ্য হবে॥
এই কথোদিনে এই নদীয়া নগরে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্রঘরে॥
তোমারাও সেই সঙ্গে প্রকট হইবা। তাঁর বাল্যাবেশে মহাসুখ জন্মাইবা॥
করিয়া তাঁহার স্থানে বিদ্যা অধ্যয়ন। জানিবা তাঁহারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥

তাঁর প্রিয়ভক্ত সহ সদা কুতূহলে। তাঁর পরিচর্য্যারত হইবা সকলে॥"
শুনি' পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের বচন। ভূমে পড়ি' প্রণমিলা সকল ব্রাহ্মণ॥
করিয়া অনেক স্তুতি বিদায় হইয়া। কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তে নিভৃতে রহিয়া॥
ওহে শ্রীনিবাস, গৌর-কৃষ্ণের ইচ্ছায়। কথোদিনে পঞ্চবক্ত্র হৈলা গুপ্তপ্রায়॥
একপক্ষ বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ। এই হেতু বিল্বপক্ষ নাম বিজ্ঞে কন॥
এস্থান দর্শনে পঞ্চবক্ত্র মহানন্দে। মিলায়েন পরম দুর্ল্লভ গৌরচন্দ্রে॥
এথা বিশ্বম্ভর প্রিয়ভক্তের সহিতে। যৈছে বিলসয়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে॥

ভরদ্বাজটীলা—ভারুইডাঙ্গা

ঐছে কত কহিয়া শ্রীঠাকুর ঈশান। চলয়ে ভারুইডাঙ্গা মহাপুণ্যস্থান॥
মনের উল্লাসে কহে শ্রীনিবাস-প্রতি। এ ভারুইডাঙ্গা দেখ অপূর্ব্ব বসতি॥
পূর্ব্বে ভরদ্বাজটীলা নাম ব্যক্ত যৈছে। প্রাচীন লোকেতে যে কহয়ে কহিতৈছে॥
ভরদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদি তীর্থ হৈতে। আইলেন চক্রদহ গঙ্গা-সমীপেতে॥
এবে চক্রদহে লোক চাকদা কহয়। তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা বিজয়॥
ওহে শ্রীনিবাস, মুনি আসি' এইখানে। হইলা বিহ্বল নবদ্বীপ নিরীক্ষণে॥
এই উচ্চ টীলারণ্যে রহি' কথোদিন। আরাধয়ে গৌরচন্দ্রে হৈয়া দীন হীন॥
ভরদ্বাজ-প্রেমে বশ হৈয়া গৌরহরি। হইলা সাক্ষাৎ মহা অদ্ভুত মাধুরী॥
ভরদ্বাজ নতি-স্তুতি করিলা বিস্তর। প্রভু আজ্ঞা কৈল 'নেহ নিজাভীষ্ট বর॥'
মুনি কহে "প্রভু এই প্রার্থনা আমার। নবদ্বীপে দেখি যেন তোমার বিহার॥"
প্রভু কহে 'হ'বে যে তোমার মনে হয়।' এত কহি' অদর্শন হৈলা দয়াময়॥
প্রভু-অদর্শনে মুনি নারে স্থির হৈতে। মুনির যে চেষ্টা তাহা কে পারে বুঝিতে॥
নবদ্বীপে প্রণমিয়া ভারদ্বাজ মুনি। চলিলা ভ্রমিতে ধন্য করিতে ধরণী॥
এই উচ্চস্থানে ভারদ্বাজ বিলসিল। এই হেতু ভারদ্বাজটীলা নাম হইল॥
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিলাস। এস্থান দর্শনে হয় পূর্ণ অভিলাষ॥

সুবর্ণ-বিহার

এত কহি' ঈশান ঠাকুর প্রেমাবেশে। চলিলেন সুবর্ণ-বিহার গ্রাম-পাশে॥
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে, দেখ এই গ্রাম। পূর্ব্বাপর সুবর্ণ-বিহার হয় নাম॥
সুবর্ণ-বিহার নাম যেরূপে হইল। তাহা কিছু কহি বিজ্ঞগণে যে কহিল॥
এই দেশে ছিল এক রাজা ভাগ্যবান। কৃষ্ণেতে অনন্যভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান॥
নারদের শিষ্য প্রশিষ্যাদি মহাশয়। তার মধ্যে আইল কেহ রাজার আলয়॥
রাজা তাঁরে অতিশয় সম্মান করিয়া। বসাইলা আসনে ভূমিতে প্রণমিয়া॥
প্রভু-অবতার-কথা তাঁহারে জিজ্ঞাসে॥ তেঁহ সব জানাইল সুমধুর ভাষে॥
রাজারে প্রসন্ন হইয়া সেই মহাশয়। পুনঃ রাজা-প্রতি সুমধুর বাক্যে কয়॥
কলিতে হইয়া পীতবর্ণ অবতার। নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিহার॥
ব্রহ্মাদির পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া মা'তাবে ভুবন॥
যৈছে মহারাসে নৃত্য কৈলা বৃন্দাবনে। তৈছে নৃত্যে দিব সুখ প্রিয়-ভক্তগণে॥
নবদ্বীপ হইবেক সুখের অবধি। এই হেতু ঐছে গ্রাম বসাইল বিধি॥
নবদ্বীপ-ধামতত্ত্ব অন্যে অগোচর। জানিব সে জানাইলে প্রভু পরিকর॥
ঐছে কত কহি' সে বৈষ্ণব মহাশয়। করিয়া রাজায় কৃপা করিলা বিজয়॥
এ সব শুনিয়া রাজা বিচারয়ে মনে। "ধিক্ এ মনুষ্য-জন্ম ধিক্ এ জীবনে॥
রাজ-বিষয়েতে মত্ত হইলু অনিবার। না হইল সাধুসঙ্গ দুর্দ্দৈব আমার॥
বিনা সাধুসঙ্গ কোন কার্য্য সিদ্ধি নয়। এত দিনে কৃপা কৈল সাধু কৃপাময়॥
এবে সে জানিনু প্রভু-ধাম এ নদীয়া।" এত বিচারিতে প্রেমে উথলয়ে হিয়া॥
নবদ্বীপ-পানে চাহি বহে অশ্রুধার। নবদ্বীপ-ভূমে প্রণময়ে বার বার॥
নবদ্বীপধামে রাজা প্রার্থনা করয়। এই কর সে-সময়ে যেন জন্ম হয়।
এবাক্যে আকাশবাণী হইল রাজায়। অবতীর্ণ কালে জন্ম হবে নদীয়ায়॥
যদ্যপি রাজার হর্ষ একথা শ্রবণে। তথাপি না ধরে ধৈর্য্য কত উঠে মনে॥
ভকত-বৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়। স্বপ্নচ্ছলে লীলাশ্চর্য্য দেখান রাজায়॥

চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ। বায় নানা বাদ্যগানে মোহয়ে ভুবন॥
সে-সবার মধ্যে নাচে নদীয়ার শশী। শ্যামল সুন্দর রূপ যেন সুধারাশি॥
দেখি' কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা জুড়ায় নয়ন। সেইক্ষণে দেখে তারে সুবর্ণ বরণ॥
হইয়া অধৈর্য্য রাজা বিচারয়ে মনে। সুবর্ণ বিগ্রহ কে বিহরে সঙ্কীর্ত্তনে॥
ঐছে বিচারিতে নিদ্রা ভাঙ্গিল রাজার। স্থির হৈয়া প্রশংসে সৌভাগ্য আপনার
সুবর্ণ বিগ্রহের বিহার হইল ধ্যান। এই হেতু 'সুবর্ণবিহার' নাম স্থান॥
ওহে শ্রীনিবাস, আর কহিয়ে তোমারে। প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট বিহারে॥
এইখানে ভক্তগোষ্ঠীসহ গৌরহরি। করয়ে নর্ত্তন লোক দেখে নেত্র ভরি'॥
হইয়া বিহ্বল পরস্পর লোকে কয়। সুবর্ণ বিহার কি কীর্ত্তনে বিহরয়॥
কেহ কহে, "এমন সুন্দর বর্ণ নাই না দেখি জগতে কভু উপমার ঠাঁই॥
কি অদ্ভুত বিহার মোহয়ে ত্রিভুবন।" এত কহি স্থির হৈতে নারে কোনজন॥
ঐছে এ প্রশস্ত নাম সুবর্ণ বিহার। সংক্ষেপে কহিনু, নারি করিতে বিস্তার॥
সুবর্ণ বিহার গ্রাম যে করে দর্শন। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিহারে ডুবয়ে তার মন॥
এত কহি' সুবর্ণবিহার গ্রাম হইতে। মায়াপুরে চলয়ে মিশ্রের আলয়েতে॥
মায়াপুর পরম অপূর্ব্ব রম্যস্থান। যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন॥
মায়াপুর-মহিমা কেবা বা অন্ত পায়। মায়াপুর স্থান সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়॥

শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাগমন

শ্রীনিবাস রামচন্দ্র-নরোত্তম-সনে। হেন মায়াপুরে আইলা মিশ্রের ভবনে॥
ভবন-ভিতরে শ্রীঈশান প্রবেশিয়া। হৈল প্রেমে বিহ্বল পুরুষ সোঙরিয়া॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সবে স্থির করি'। এক ভিতে রহি দেখে ভবন-মাধুরী॥
শ্রীনিবাস-প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়। মহাযোগপীঠ এই মিশ্রের আলয়॥
এ আলয় প্রভু-লীলা-মাধুর্য্য বাঢ়ায়। অন্যের দুর্জ্ঞেয় শ্রীআলয় পদ্মপ্রায়॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ-তরঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ ধাম-
পরিক্রমা সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

সংক্ষিপ্ত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দারণ্য পুরন্দর। মাম্পাহি গৌরগোবিন্দ ভক্তপ্রাণেশ্বর॥
জয় জয় শ্রীগৌর-গোবিন্দ। ব্রহ্মাদি আরাধয়ে যাঁর চরণারবিন্দ॥
ভক্তপ্রিয় পরম উদার। লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণনাথ নদীয়ার॥
জয় জয় নিত্যানন্দ হলধর। জয় জয় ভক্তিদাতা অদ্বৈত ঈশ্বর॥
জয় জয় শ্রীপণ্ডিত-গদাধর। জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়কর॥
প্রিয়গণ লৈয়া গৌররায়। বিলসয় পরম আনন্দে নদীয়ায়॥
যে-দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতরে। সেই কলিযুগে গৌর প্রকট বিহরে॥
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা যৈছে। নবদ্বীপে পরম দুর্ল্লভ লীলা তৈছে॥
লীলাস্থলী যত নদীয়ায়। ব্রহ্মাদি দেবতা তার অন্ত নাহি পায়॥
বৈষ্ণবাজ্ঞা হৈল সে মূর্খেরে। নদীয়ার কিছু লীলাস্থলী বর্ণিবারে॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা বলবান্। যে কিছু কহিয়ে তা আস্বাদে ভাগ্যবান্॥
নবদ্বীপে প্রশস্ত প্রাকার। পঞ্চম স্কন্ধতে লিখিয়াছেন টীকাকার॥
জয় জয় নদীয়া-নগর। নবদ্বীপে অতি যে বেষ্টিত মনোহর॥
নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়। নবদ্বীপে নব-দ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥
যৈছে ছয় তত্ত্বের বিচার। কৃষ্ণ কৃষ্ণরূপ গুর্ব্বাদিক পঞ্চ আর।
নবদ্বীপে নব-দ্বীপ নাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
যৈছে রাজধানী কোন স্থান। যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম॥
নদীয়ার অন্তর্ভূত যত। সে সব গ্রামের নাম কি কহিব কত॥
শ্রীসুরধুনীর পূর্ব্বতীরে। অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে।
জাহ্নবীর পশ্চিম কুলেতে। কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥

যদ্যপি এ শাস্ত্রে নিরূপয়। তথাপিহ নবদ্বীপ গোপ্য অতিশয়॥
প্রভুর যেরূপ ব্যবহারে। তৈছে তাঁর ধাম, অন্যে নারে জানিবারে॥
নদীয়া-নির্জ্জনে গৌরহরি। নিজ প্রয়োজন সাধে অতি গোপ্য করি'॥
যৈছে কেহ পরম গোপনে। ভুঞ্জে নানা দ্রব্য, না দেখায় অন্য জনে॥
নানা রঙ্গাস্বাদে প্রভু তৈছে। কোনজনে লিখিতে না পারে গোপ্য ঐছে॥
ভক্ত-অনুগ্রহ যাঁরে হয়। নবদ্বীপ, নদীয়ার নাথে সে জানয়॥

নবদ্বীপ—ভক্তের জীবন। নববিধ ভক্তি যাতে দীপ্ত অনুক্ষণ॥
নবদ্বীপ-মধ্যে 'মায়াপুর'। যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর॥

মায়াপুর মহিমা কে জানে। রহি যেন নবদ্বীপ বেষ্টিত তাহানে॥
মায়াপুর-যোগপীঠ-স্থান। দেবমুনীন্দ্রাদি যাঁরে সদা করে ধ্যান॥
ইহার যে দিকে হয় যাহা। বাহুল্যের ভয়ে তেঞি না বর্ণিল তাহা॥
নবদ্বীপ-প্রদেশে যে গ্রাম। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে বিভিন্ন নহে নাম॥
কহিতে যদ্যপি বিপর্য্যয়। তথাপি কিঞ্চিৎ তাতে অনুভব হয়॥
কলিতে যে ভক্তে কৃপা কৈল। তাহাতে প্রসঙ্গ অনুসারে নাম হৈল॥
কতক হইল লুপ্তপ্রায়। রহিল কতক স্থান প্রভুর ইচ্ছায়॥
কহি পরিক্রমার প্রকার। এ মণ্ডলাকার যাতে আনন্দ সবার॥
মায়াপুর করিয়া দর্শন। ক্রমেতে ভ্রমহ যাতে ভ্রমে বিজ্ঞগণ॥
প্রথমে দেখহ অন্তঃপুর। **অন্তর্দ্বীপ** নাম যার মহিমা প্রচুর॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তথা। কহিল ব্রহ্মার আগে অন্তরের কথা॥
এই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম। বিস্তারিবে সে সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান্॥
সিমুলিয়া গ্রাম তার পরে। **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** পূর্ব্বে কহয়ে যাঁহারে।
তথা প্রভু পদে করি নতি। করিলা ধারণ ধূলা সীমন্তে পার্ব্বতী॥
শ্রীসীমন্ত দ্বীপ নাম ঐছে। বিস্তারিবে কেহ পার্ব্বতীর কৃপা যৈছে॥
বামনপুখুরা পুণ্য গ্রাম। ব্রাহ্মণপুষ্কর এ বিদিত পূর্ব্বনাম॥

ব্রাহ্মণের জানি মনঃ কথা। আইলেন আনন্দে পুষ্কর তীর্থ তথা॥
এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর। পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর॥
গাদিগাছা গ্রাম এবে কয়। **গোদ্রুমদ্বীপা**খ্যা পূর্ব্বে সুখের আলয়॥
শ্রীসুরভি রহি বৃক্ষতলে। করিল প্রভুরে স্তুতি ভাসি নেত্রজলে॥
এ হেতু গোদ্রুম দ্বীপ কয়। বর্ণিবে বিশেষ করি কোন মহাশয়॥
শ্রীমাজিদা গ্রাম নাম এবে। পূর্ব্বে **মধ্যদ্বীপ** নাম কহে ঋষি সবে॥
ঋষি প্রতি করি দৃষ্টিপাত। মধ্যাহ্নকালেতে প্রভুর হইল সাক্ষাৎ॥
ঐছে মধ্যদ্বীপ নাম তাঁর। ঋষি প্রতি যৈছে কৃপা হইল বিস্তার॥
তদুপরি হাটডাঙ্গা গ্রাম। উচ্চহট্ট বলিয়া পূর্ব্বেতে যার নাম॥
ইন্দ্রাদি দেবতা উচ্চ স্থানে। বসাইল হট্ট প্রভু চরিত কথনে॥
উচ্চহট্ট নাম যে প্রকারে। সে সব প্রসঙ্গ ব্যক্ত হবে কার দ্বারে॥
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে **কোলদ্বীপ** পর্ব্বতাখ্যানন্দ ধাম॥
প্রভু প্রিয়ভক্ত কোন দ্বীপে। পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে॥
কোলদ্বীপ নাম এই মতে। অত্যন্ত নিগূঢ় কথা আছয়ে ইহাতে॥
কোল-শব্দে শ্রীবরাহ প্রভু। এমন দয়াল কি হইবে আর কভু॥
সমুদ্রগড়ি গ্রামের প্রচার। সমুদ্রগড়ি ওনাম পূর্ব্বেতে ইহার॥
সমুদ্র প্রভুর দরশনে। গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে হর্ষমনে॥
ইথে অতি কৌতুক প্রচার। বর্ণিলেন পরম আনন্দে গ্রন্থকার॥
চাঁপাহাটী গ্রাম মনোরম। পূর্ব্বনাম চম্পহট্ট খ্যাতি নিরুপম॥
কিনিয়া চম্পক পুষ্প রঙ্গে। বিষ্ণু পূজে বিপ্র ভাসি প্রেমের তরঙ্গে॥
বিপ্র বিষ্ণুপূজায় প্রবীণ। বর্ণিবেন কেহো যৈছে প্রভু প্রেমাধীন॥
রাতুপুর গ্রাম মুখ্য হয়। **ঋতুদ্বীপ** নাম পূর্ব্বে কেবা না জানয়॥
বসন্তাদি সেবা ঋতু-সেনা বেশে। বাড়ায় প্রভুর সুখ অশেষ বিশেষে॥
ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমান। ঋতুদ্বীপ লীলা সে বর্ণিবে ভাগ্যবান্॥

শ্রীবিদ্যানগর পুণ্যস্থান।
শ্রীবিদ্যার প্রভাবে নানামতে।
তদুপরি নাম জান্নগর।
তথা তপ কৈল জহ্নুমুনি।
জহ্নুদ্বীপ অতি রম্য স্থান।
মামগাছি গ্রাম কেবা না জানে।
রামচন্দ্র বনবাস কালে।
পূর্ব্বে ছিল রামবট স্থান।
জানকী লক্ষ্মণ সহ রাম।
তদুপরি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর।
প্রভু নারায়ণ মহারঙ্গে।
নারায়ণপীঠ স্থান ছিল।
তাহা যে কৌতুক অতিশয়।
এবে মাতাপুর কহে লোক।
মহৎ শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির।
মহৎপুর মধ্যে রম্য স্থান।
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ ভাই।
মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর।
গঙ্গা পূর্ব্বধারে রুদ্রপুর।
মহারুদ্র নিজগণ-সনে।
রুদ্রদ্বীপ কৌতুক অপার।
তার পরে আছে পুণ্যগ্রাম।
এক পক্ষ পূজি বিল্বদলে।
যৈছে কৈল শিবের অর্চ্চন।
সুবর্ণ বিহার যেই হয়।
সুবর্ণ বিহার নাম যার।
গৌরচন্দ্র দেখি সবে কয়।
সুবর্ণবিহার নাম যৈছে।
ঐছে নানা স্থান সর্ব্বোপরি।

বৃহস্পতি আদি যত কৈল বিদ্যাদান॥
অবিদ্যা ঘুচয়ে সে গ্রামের দর্শনেতে॥
পূর্ব্বে জহ্নুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর॥
হইল সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য-চিন্তামণি॥
যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যবান্॥
মোদদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্বে কহয়ে ইহানে॥
পাইল পরমামোদ বসি বৃক্ষতলে॥
কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান॥
যৈছে মোদ পাইল সে প্রসঙ্গ অনুপম॥
যে গ্রাম দর্শনে সুখ বাড়য়ে প্রচুর॥
দিলেন দর্শন প্রিয়ভক্ত লক্ষ্মী-সঙ্গে॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সংক্ষেপে হইল॥
বর্ণিবেন কেহ এ প্রসঙ্গ প্রেমময়॥
পূর্ব্বে মহৎপুর নাম নাশে দুঃখ শোক॥
বনবাসে আসি তথা হইলেন স্থির॥
পঞ্চবটি ছিল পূর্ব্বে হৈল অন্তর্দ্ধান॥
পাইলা পরমানন্দ বসিয়া তথাই॥
বিস্তারিবে যাঁরে কৃপা হইবে প্রভুর॥
রুদ্রদ্বীপ নাম পূর্ব্বে মহিমা প্রচুর॥
করিলা নর্ত্তন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে॥
কেহ বর্ণিবেন ইহা করিয়া বিস্তার॥
বেলপুখুরিয়া পূর্ব্বে বিল্বপক্ষ নাম॥
প্রভুপ্রিয় হৈল বিপ্র শিব-কৃপাবলে॥
যৈছে প্রভু প্রিয় হৈল হইবে বর্ণন॥
পশ্চাৎ কহিব যৈছে যেথা বিলসয়॥
তথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার॥
সুবর্ণপ্রতিমা কি কীর্ত্তনে বিহরয়॥
কেহ বিস্তারিবে প্রভু বিহারয় যৈছে॥
আপনা মানহ ধন্য পরিক্রমা করি॥

অন্তর্দ্বীপ হৈয়া মায়াপুরে। প্রবেশহ জগন্নাথ-মিশ্রের মন্দিরে ॥
মায়াপুর-প্রভাব অপার। বিবিধ প্রকারে প্রচারিল গ্রন্থকার ॥
নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত। এক মুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত ॥
তার মধ্যে কহি যে প্রধান। চিনাডাঙ্গা, পাটডাঙ্গা আদি রম্যস্থান ॥
যৈছে গৌর-শিরোমণি। তৈছে তাঁর নাম মহামহিমা বাখানি ॥
যৈছে গৌর-কৃষ্ণে নাহি ভেদ। তৈছে নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে কহে বেদ ॥
গৌর-কৃষ্ণে ভেদ বুদ্ধি যার। ধামদ্বয়ে ভেদ বুদ্ধি করয় সে ছার ॥
নবদ্বীপে কেহ কিছু কয়। যে যাহা কহয় তাহা অন্যথা না হয় ॥
গোলোক, মথুরা কহে কেহ। পরব্যোম, শ্বেতদ্বীপ কহে সত্য সেহ ॥
সকল সম্ভাব হেথ ঐছে। সর্ব্ব অবতারময় গৌরচন্দ্র যৈছে ॥
নিত্যধাম নদীয়া-নগর। যথা প্রেমভক্তি নিত্য নিত্য পরিকর ॥
প্রকটাপ্রকট দুই রূপে। বিহরয় ভাগ্যবন্ত দেখে নবদ্বীপে ॥
অষ্টক্রোশ নদীয়া প্রমাণ। শোভার অবধি বিধি করিল নির্ম্মাণ ॥
বাপী বহু তড়াগ সুন্দর। নির্ম্মল শীতল জলে পূর্ণ সরোবর ॥
জাহ্নবীর তট মনোরম। বারকোণা ঘাট তাতে অতি অনুপম ॥
শোভে পূর্ব্বে পঞ্চ শিবালয়। পার্ব্বতী-গণেশ-আদি ক্ষেত্রপালোদয় ॥
জাহ্নবী-পুলিন-শোভা অতি। বন-উপবন, বৃক্ষ-লতা নানা জাতি ॥
বিবিধ প্রকার পশু-পক্ষ। নানা পুষ্পে ভ্রময়ে ভ্রমর লক্ষ লক্ষ ॥
পদ্মপ্রায় নদীয়ার রীত। কভুতো সঙ্কীর্ণ, কভু হন বিস্তারিত ॥
দূরে রহি কোন কোন ভক্ত। প্রভুকে দেখিতে চলে, চলিতে অশক্ত ॥
সে-সময়ে শ্রীধাম আনন্দে। হয়েন সঙ্কীর্ণ শীঘ্র দেখে গৌরচন্দ্রে ॥
শ্রীসঙ্কীর্ত্তনাদি সময়েতে। হয়েন বিস্তার লোক অসংখ্য যাহাতে ॥
সঙ্কীর্ত্তন বিস্তার যৈছে হয়। বুঝিবে কি অন্য একরূপ নিরিখয় ॥
শ্রীধামের অচিন্ত্য প্রভাব। ধামকৃপা হৈলে সে সকল হয় লাভ ॥
হেন দিন হবে কি আমার। দেখিয়া প্রভুর তথা অদ্ভুত বিহার ॥
অতি উচ্চ কল্পতরু-তলে। বিলসিব দিব্য-সিংহাসনে কুতূহলে ॥
ভুবনমোহন বেশ তায়। জগত করিবে আলো রূপের ছটায় ॥
প্রভুর দক্ষিণে নিত্যানন্দ। বামে গদাধর, আগে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ॥
শ্রীবাসাদি ভক্ত চারিপাশে। প্রভু-মুখচন্দ্রে নেত্র দেখিবে উল্লাসে ॥

শোভে পুষ্পভূষণে ভূষিত। সবার অঙ্গেতে চারু চন্দন শোভিত॥
নানা সেবা করিব সকলে। মোরে কি চামর-সেবা দিবে সেই কালে॥
প্রভু ঐছে রঙ্গ প্রকাশিবে। সহাস্য-বদনে সর্ব্বসম্মুখে রহিবে॥
এহেন কৌতুক নবদ্বীপে। দেখিয়া জুড়ায় আঁখি রহিয়া সমীপে॥
ওহে পদ্মাবতীর তনয়। তোমার করুণা হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
ওহে প্রভু অদ্বৈত-ঈশ্বর। নবদ্বীপে বাস মোরে দেহ নিরন্তর॥
ওহে গদাধর-শ্রীবাসাদি। এই কর নদীয়া ধেয়াই নিরবধি॥
কি বলিব ওহে বন্ধুগণ। সদা নবদ্বীপে যেন করিছে ভ্রমণ॥
নবদ্বীপে অনুরাগ যাঁর। জন্মে জন্মে তাঁর সঙ্গ হউক আমার॥
নদীয়া-বিমুখ যে পামর। তার সঙ্গ নহে যেন জন্ম-জন্মান্তর॥
নদীয়া ভ্রমিতে যেবা কহে। তার সহ বিচ্ছেদ কখন যেন নহে॥
নবদ্বীপ—ধামশ্রেষ্ঠ অতি। যাঁর যৈছে সাধ্য সে ভ্রময় নিতি নিতি॥
কেহ অষ্টক্রোশ পর্য্যটয়। কেহবা ষোড়শ ক্রোশ আনন্দে ভ্রময়॥
কেহ পঞ্চ যোজন ভ্রমণে। পায় মহানন্দ লীলাস্থলী দরশনে॥
কেহ ভ্রমে দ্বাদশ যোজন। বিংশতি যোজন কেহ করয়ে ভ্রমণ॥
যার যৈছে ইচ্ছা নাহি পার। চিন্তামণি ভূমি গৌড়মণ্ডল বিস্তার॥
গণসহ শ্রীশচীতনয়। যাঁরে কৃপা করেন তাঁর ইথে নিষ্ঠা হয়॥
ইহাতে বিশ্বাস নাহি যার। সে পাপীর কোন কালে নাহিক নিস্তার॥
করুণা করহ গৌরহরি। অতি দীন হইয়া যেন পরিক্রমা করি॥
যথা যথা ভক্তের আলয়। দেখিতে সে-স্থান যেন মহা আর্ত্তি হয়॥
মহাপ্রভুর ভক্তের গমন। মহানন্দে করি যেন সে-সব দর্শন॥
কিবা নিবেদিব প্রভু পায়। নিবেদিতে না জানিয়া উপজে হিয়ায়॥
তোমার ভক্তের শ্রীচরণে। বিকাইয়া রহি যেন জীবনে মরণে॥
এই কৃপা কর জীব-প্রতি। নবদ্বীপ ধামেতে হউক গাঢ় রতি॥
নরহরি কহে বার বার। সদা যেন গাই পরিক্রমা নদীয়ার॥

ইতি শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত শ্রীধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত।

—-::(*)::—-